DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

উদ্ভাবনী
(Innovation)
উদ্যোগ প্রকাশনা - ২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উদ্ভাবনী
(Innovation)
উদ্যোগ প্রকাশনা
২০২১

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

innovation

১৯৭৩ সালে আইটিইউ এর সদস্য পদ গ্রহণ এবং বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন।

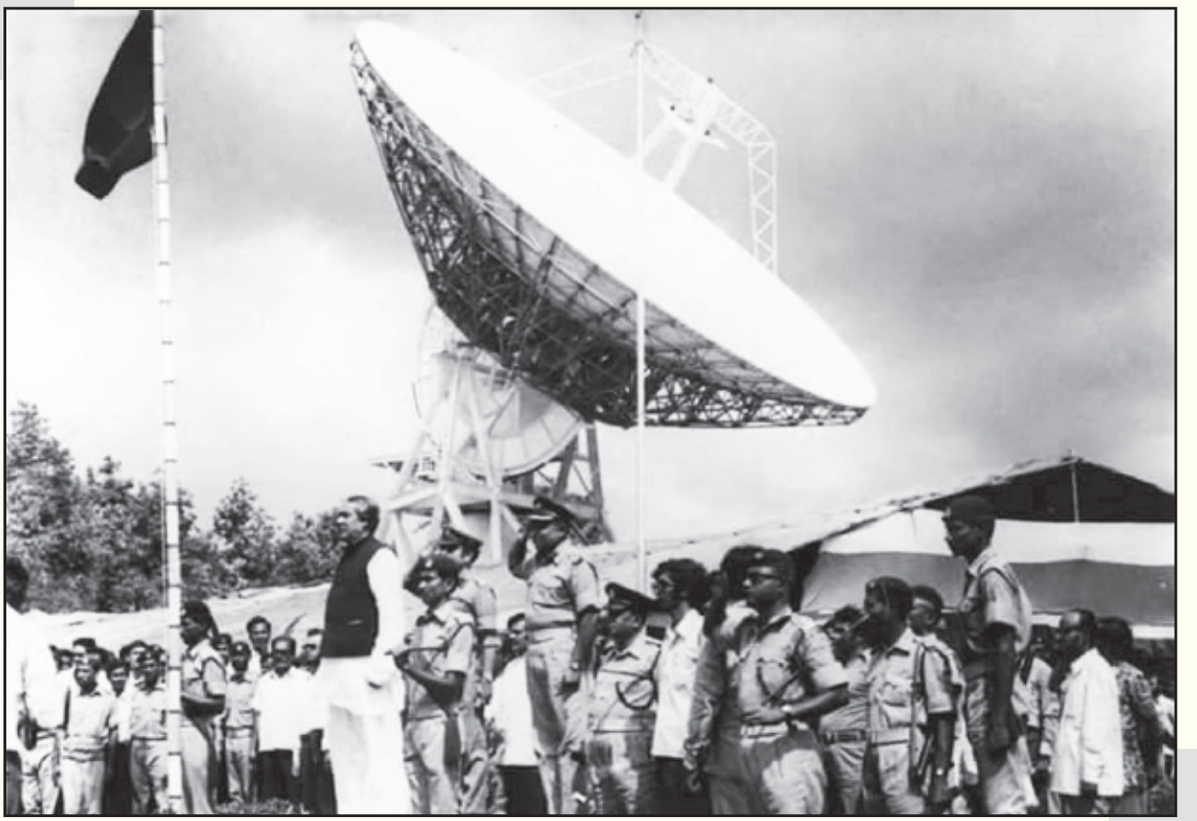

১৪ জুন, ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন।

“বিশ্বের সকল সম্পদ ও কারিগরি জ্ঞানের সুষ্ঠু বণ্টন
দ্বারা এমন কল্যাণের দ্বার খুলে দেয়া যাবে যেখানে প্রত্যেক
মানুষ সুখী ও সম্মানজনক জীবনের ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভ করবে।”

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“বিপুলসংখ্যক তরুণ সমাজের জন্য একটি তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সরকারের অঙ্গীকার। আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে রোল মডেল যা অন্যান্য দেশও গ্রহণ করেছে।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

“আপনারা আপনাদের নিজস্ব উদ্ভাবন এবং ভিশন ঠিক করুন,
নিজস্ব ধারণা অনুসন্ধান করুন, নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করুন,
আমরা অনুকরণ করব না, উদ্ভাবন করব।”

- সজীব ওয়াজেদ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

সজীব ওয়াজেদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক 'উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ প্রকাশনা-২০২১' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০০৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ নিছক কোনো পরিকল্পনা বা চমক ছিল না। বরং, এটি ছিল একুশ শতকের বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার রূপরেখা, যার বীজ বপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ও সময়োপযোগী নেতৃত্বে ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করে দেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে এবং একই সাথে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে সকল নাগরিক সেবা ও তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক জনগণকে প্রদত্ত সেবা অনলাইনে পৌঁছে দেয়াসহ বিদ্যমান সেবা সহজিকরণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং এটুআই প্রকল্প সহায়তা প্রদান করছে। পাশাপাশি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে বিদ্যমান সেবা সহজিকরণসহ নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সার্বিক মনিটরিং এর ফলে জনগণ ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রকৃত সুফল ভোগ করছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণায় একাডেমিক শিক্ষাকে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম তৈরি এবং উদ্যোক্তা বান্ধব সংস্কৃতি তৈরি করার প্রত্যয় ছিল। তাই দেশের তরুণ প্রজন্ম এবং শিক্ষার্থীদেরকে উদ্ভাবনে আগ্রহী করতে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। তরুণরা নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে স্বপ্ন বিলাসী হয় তাই তাদেরকে সঠিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিতে হবে যার মাধ্যমে তারা তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগকে প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে এ সকল তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদেরকে স্কলারশিপ ও ফান্ড দিয়ে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। বেসরকারি উদ্যোগেও আমাদের দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্ভাবন চর্চা শুরু হয়েছে। উদ্ভাবন এর জন্য আমাদের প্রচার বাড়াতে হবে এবং এ সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করতে হবে।

বাংলাদেশকে একটি মেধাভিত্তিক অর্থনীতির দেশে রুপান্তর করতে হলে আমাদেরকে একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরি করে দিতে হবে যেখানে সরকার, শিল্প এবং একাডেমিয়া একত্রে একটি লাগসই উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম উন্নয়নে কাজ করবে। আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত Innovation, Design & Entrepreneurship Academy (IDEA) প্রকল্প, Startup Bangladesh Limited Venture Capital Fund এবং Bangabandhu Innovation Grant (BIG) এ জাতীয় একটি ইকোসিস্টেম উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। একই ভাবে অর্থনীতির অন্যান্য সেক্টরেও Startup কে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের সফল ও সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য Startup Fund, Seed Capital এবং Mentoring এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট আকারে ইনোভেশন চর্চার সাথে পরিচিত করতে পারলে ব্যক্তি, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে আজকের তরুণরাই আগামী দিনে উন্নত বাংলাদেশ গঠন এবং ইনোভেশন চর্চায় বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে। দেশের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এর দেয়া উক্তি "Don't Imitate, Innovate" এর মূল আহবানও হচ্ছে নিজস্ব স্বকীয়তায় উজ্জীবিত হয়ে ইনোভেশন এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাও। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ প্রকাশনা-২০২১' এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

"মুজিববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার
প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার"

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৪১০২৪০৩১
ই-মেইলঃ secretary@ictd.gov.bd

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের শেষ প্রান্তে, দেশ এখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের দর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ-এর সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় বাস্তবায়িত ডিজিটাল বাংলাদেশে এখন অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্বপ্ন এবং সুদৃঢ় সংকল্পের পুঁজিতে সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বৃহত্তর অর্জনের উদাহরণ বাংলাদেশ। এ অর্জনের পথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। তথ্যপ্রযুক্তিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকা-শক্তি নিরূপণ করে 'রূপকল্প-২০২১'-এ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গীকার ছিল বর্তমান সরকারের দূরদৃষ্টির প্রকাশ। সে অঙ্গীকার পূরণে আইসিটি অবকাঠামো, দক্ষ মানবসম্পদ, ই-গভর্নেন্স এবং আইসিটি শিল্প সবকিছুই এখন বিকশিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থাপন করা হচ্ছে হাই-টেক পার্ক। প্রতিটি জেলায় স্থাপন করা হচ্ছে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার। দেশের অধিকাংশ ইউনিয়নে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন করা হয়েছে। সারাদেশে ৬ হাজারেরও অধিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৫০০০ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ বছরই এ ধরনের ল্যাব স্থাপন করা হবে। এছাড়া, তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সুশাসন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির সময়োপযোগী ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করে আক্ষরিক অর্থে সরকারি সেবাসমূহকে সহজিকরণ করা হয়েছে এবং অনেক সেবাকে ই-সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে উদ্ভাবন আর রূপান্তরের সংস্কৃতি চালুর মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে গেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে। সরকারি বিভিন্ন সেবা এখন মোবাইলে বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসে পাওয়া যায়। জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ইউডিসি, ই-ফাইলিং, জিআরএস, জিআরপি, ৩৩৩ কলসেন্টার, কোভিড-১৯ চিকিৎসা-সেবা, মুক্তপাঠ, corona.gov.bd, CAMS, সুরক্ষা, বৈঠক ইত্যাদি আরও অনেক জনকল্যাণমূলক প্ল্যাটফর্ম জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। অর্জিত হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার। বাংলাদেশের সম্মান ও বৈশ্বিক ভাবমূর্তি বৃদ্ধিসহ দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ধারাবাহিকতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গর্বিত ও আনন্দিত।

আমি বিশ্বাস করি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-খাতে উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ ও সার্ভিস অটোমেশন কার্যক্রম বিষয়ে 'উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ-২০২১' শিরোনামে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনটি সেবাগ্রহিতাদের সহজে সেবা প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং এটি অনুপ্রাণিত করবে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের উদ্ভাবকদের।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের গৃহীত কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(এন এম জিয়াউল আলম পিএএ)

মুখবন্ধ

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা নিশ্চিত করা, সেবার মান বৃদ্ধি এবং সেবাকে অধিকতর জনবান্ধব করার জন্য বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নাগরিকের জন্য সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয়ী করার নিমিত্ত সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা থেকে 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' ধারণার সূত্রপাত হয়েছে। উদ্ভাবনের সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও পরিব্যাপ্তি সরকারি সেবার ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। প্রশাসনিক পদ্ধতি অথবা সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এমন সম্পূর্ণ নতুন একটি চর্চা নিজ অধিক্ষেত্রে অবতারণা করা অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, সেক্টর বা এমনকি অন্য কোনো দেশের সৃজনশীল চর্চা নিজ ক্ষেত্রে অনুকরণ করাকেই মূলতঃ সরকারি খাতে উদ্ভাবন ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এ পরিবর্তন ক্ষুদ্রও হতে পারে যা ক্রমাগতভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ধারাবাহিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সালে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উক্ত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারি দপ্তরসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। ইনোভেশন টিম মূলতঃ সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও অভ্যন্তরীণ কাজের প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা' অনুসরণপূর্বক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়/বিভাগের ইনোভেশন টিম অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল ইনোভেশন টিমের সাথে সমন্বয় করে একটি পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। অনুরূপ কাজের অংশ হিসেবে এ প্রকাশনাটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনোভেশন টিম কর্তৃক এর আওতাধীন ০৫টি দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের সাথে সমন্বয় করে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকাশনাটিতে মূলতঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি-এর বিভিন্ন সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান প্রসার ও এর ব্যাপক ব্যবহার নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনকে আরও যুগোপযোগী ও সহজতর করতে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। সে প্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎকর্ষ সাধন, ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় অনলাইন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহের প্রাপ্তি সহজিকরণ ও প্রশাসনের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বদ্ধপরিকর। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ উদ্যোগসমূহ শুধুমাত্র এ বিভাগ অথবা আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা নয়, যে কোনো সরকারি দপ্তরে এমনকি বেসরকারি দপ্তরেও রেপ্লিকেট করে বাস্তবায়নপূর্বক সেবা সহজিকরণ ও সেবার মানোন্নয়ন করা সম্ভব। এ উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তিতে নাগরিকের ভোগান্তি লাঘবসহ সেবা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নতুন সেবার সুযোগ তৈরি, অভ্যন্তরীণ কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সরকারি কর্মচারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সরকারি দপ্তরসমূহ যুগোপযোগী নব নব উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে নাগরিক সেবাকে সহজলভ্য করে তুলছে। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে অপরিহার্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা এবং আইসিটি শিল্পের বিকাশ-এ ০৪(চার) টি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। বিশেষতঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' আমরা সময়ের আগেই অর্জন করতে পেরেছি যেখানে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তিগত রূপান্তরের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়ন তথা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে নিজেদের সামিল করতে এ বিভাগ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাদের দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ। আর এর সামনে থেকে আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। যোগ্য অভিভাবকের মতো আমাদের সকল কার্যক্রমের তদারকি করছেন এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ মহোদয়। আমি তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংকলন করে প্রণীত এ প্রকাশনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে মর্মে আমি আশা ব্যক্ত করছি।

রীনা পারভীন
চিফ ইনোভেশন অফিসার
ও
অতিরিক্ত সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

কৃতজ্ঞতা

প্রথমবারের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের সুযোগদানের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ থেকে 'উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ প্রকাশনা-২০২১' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি উদ্ভাবনী উদ্যোগকে সব সময় স্বাগত জানিয়ে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। তার নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নতুন কিছু উদ্ভাবন করে সাধারণ মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তার অনবদ্য সৃজনশীলতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে এ প্রকাশনায় আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাকে জানাই আমাদের বিনম্র কৃতজ্ঞতা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ তাদের শত ব্যস্ততার মাঝেও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের জানাই আমাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনোভেশন টিমের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ প্রকাশনাটি প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে সহযোগিতা করেছেন। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উদ্ভাবনী উদ্যোগের যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে সকল ইনোভেশন টিমকে সাহায্য সহযোগিতা করায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ সম্পৃক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জানাই ধন্যবাদ। এ প্রকাশনায় সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং তার টিম নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাদের আন্তরিকতা ও অসামান্য অবদানের জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। স্বল্প সময়ে প্রকাশনার জন্য যদি কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাই।

মো: শরিফুল ইসলাম
সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম
ও
সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ প্রকাশনা-২০২১

পৃষ্ঠপোষকতায়

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সার্বিক নির্দেশনায়

রীনা পারভীন
চিফ ইনোভেশন অফিসার ও
অতিরিক্ত সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রকাশনা কমিটি

রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার, যুগ্ম-সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান, যুগ্ম-সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোছাঃ আসপিয়া আকতার, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ইসরাত জাহান, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোঃ নবীর উদ্দীন, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোঃ শরিফুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

কম্পোজ

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
কম্পিউটার অপারেটর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রকাশনায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
www.ictd.gov.bd

প্রকাশ-সাল

১২ মে ২০২১

মুদ্রণ

এসোসিয়েট ইন্টারন্যাশনাল

ডিজাইন

রীনা পারভীন

ডিজাইন সহযোগী

শেখ রাসেল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ **১৬-৪৮**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর পরিচিতি, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও প্রধান প্রধান কার্যাবলি ১৯

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের চারটি মূল স্তম্ভ ২১

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ ২৬

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর আওতাধীন উদ্ভাবনী (Innovation) কার্যক্রম ৩৪

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের গবেষণার জন্য উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি/ফেলোশিপ/উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ড ৪২

ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ ৪৪

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগসমূহ ৪৪

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) **৪৯-৮৬**

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তাবয়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিবরণী ৫২

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তাবায়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিবরণী ৬২

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিবরণী ৭০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তাবায়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিবরণী ৭৬

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবয়িত উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিবরণী ৮৩

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ ৮৪

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড **৮৭-১১১**

ফোর টিয়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার এর পরিচিতি ৮৯

উদ্ভাবনী (Innovation) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী আইডিয়া ৯০

উদ্ভাবন (Innovation) ফটোগ্যালারী ৯২

উদ্ভাবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের অর্জনসমূহ ১০১

উদ্ভাবন (Innovation) চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশসমূহ ১০৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন ১০৬

ICT DIVISION

FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনোভেশন টিম

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

সামনের সারি: (মাঝে) এন এম জিয়াউল আলম, সিনিয়র সচিব, (ডানপাশে) রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব, (বামদিকে) ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান, যুগ্মসচিব

পিছনের সারি: বামদিক থেকে মো: নবীর উদ্দীন, সি. সিস্টেম এনালিস্ট, মোছা: আসপিয়া আকতার, উপসচিব, ইসরাত জাহান, উপসচিব, মো: শরিফুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর পরিচিতি

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অভিযাত্রাকে মসৃণ করার বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এমনি একটি উদ্যোগ হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা। ২০১১ সালের ৩০শে এপ্রিল বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর পৃথক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের গতি আরো বেগবান ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়। কারণ এ দুটি মন্ত্রণালয় একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অনেক কার্যক্রমই এ দুটি মন্ত্রণালয়ের যৌথ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। সে কারণে ২০১৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে এর অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গঠন করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে, যার ধারাবাহিক বাস্তবায়নের ফলে সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে পশ্চাদপদ এলাকায় আইসিটি সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব হয়। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বাণিজ্য, অর্থনীতি ও প্রশাসনসহ সকল খাতে উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

সোনার বাংলা বিনির্মাণে জনবান্ধব তথ্য প্রযুক্তি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল একসেস, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইটি শিল্পের রপ্তানিমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখীসমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- জাতীয় অভীষ্ট্য ও পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতিগত বিষয় বাস্তবায়ন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এবং আইসিটি সংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- আইসিটি বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- আইসিটি সার্ভে, গবেষণা, ডিজাইন ও উন্নয়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্রান্ডিং ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রদান;
- আইসিটি সেবাসমূহের বাণিজ্যিকীকরণ ও জনগণের নিকট পৌঁছানোর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা;
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সম্পৃক্তকরণ;
- আইসিটি সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিয়াঁজো এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি ও সমঝোতা সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বপালন;
- আইসিটি বিষয়ক আইন, নীতিমালা, কৌশল ইত্যাদি প্রণয়ন;
- আইসিটি শিল্পের বিকাশ ও রপ্তানি প্রমোশনে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ইভেন্ট, মেলা, ট্রেডশো আয়োজন ও অংশগ্রহণ;
- ই-গভর্নমেন্ট, ই-ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ই-হেলথ, ই-কমার্স এবং অনুরূপ যে কোনো বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তা প্রদান;
- জনগণের দোরগোড়ায় আইসিটি সেবা পৌঁছানোসহ ডিজিটাল বিভাজন হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে চারটি মূল স্তম্ভ

কানেক্টিভিটি
ও
অবকাঠামো

ই-গভর্নমেন্ট

আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন

মানবসম্পদ
উন্নয়ন

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে চারটি মূল স্তম্ভ

কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো

- ই-সেবা উন্নয়ন ও ব্যবহার সহজিকরণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার উন্নয়ন করা।
- দেশে টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি স্থাপন করা।
- প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকার বাইরে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও রংপুরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩১৬৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ ৩৫৪৪টি কম্পিউটার এবং ১০০টি স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন করা।
- জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা এবং ১৬ ই মার্চ ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা।
- বাংলা-গভনেট এবং ইনফো-সরকার (২য় পর্যায়) এর মাধ্যমে ১৮৪৩৪ সরকারি অফিসে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া।
- কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ৭৭২টি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া।
- ইনফো সরকার (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং ১০০০টি পুলিশ অফিসে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সংযোগ দেয়া।
- জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার থেকে এরই মধ্যে ১৭২৯৩টি দপ্তরকে মনিটরিং এর আওতায় আনা।
- সেলফ সাপোর্টেড টাওয়ার নির্মাণ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে ই-সেবা এবং ই-কমার্স সেবা প্রদান করা।
- ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, 'সাইবার রেঞ্জ' সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং ১৫ টি নির্দিষ্ট সরকারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে সাইবার সেন্সর প্রযুক্তি স্থাপন করা।
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব, স্কুল অফ ফিউচার, এগ্রিকালচার ইনফরমেশন সেন্টার, টেলিমেডিসিন সেন্টার, ইনোভেশন ডিজাইন এবং এন্টারপ্রেনরশিপ একাডেমি, সেন্টার ফর এ্যক্সেলেন্স, বিশেষায়িত ল্যাব, ইনোভেশন ল্যাব, হাই-টেক পার্ক টেকনোলজি পার্ক, আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর চুয়েট, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা।
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে এ পর্যন্ত ৭,৬০০টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ৩০০টিরও অধিক সেবা প্রদান করা।
- ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নাগরিকদের ৫৬ কোটি ৭৫ লক্ষেরও অধিক সেবা প্রদান করা।

শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

৩১৬৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন

ই-গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা

- ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন।
- ইআরপি সফটওয়্যার উন্নয়ন।
- ইন্টার অপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম।
- অনলাইনে বাংলা ভাষার মানোন্নয়ন।
- নিরাপদ ইমেইল ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন।
- ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান ই-নথি, ই-নামজারি, আরএস খতিয়ান সিস্টেম ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব মাইগো platform-app শিবা অনলাইন।

ই-গভর্নমেন্ট রিসোর্স প্ল্যানিং

"সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এর অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামারদের একটি দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" www.surokkha.gov.bd সিস্টেমটি প্রস্তুত করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তৈরিকৃত surokkha.gov.bd নামের একটি ওয়েবসাইট ও "সুরক্ষা" নামের android mobile app করোনাভাইরাসের টিকা প্রদানের রেজিস্ট্রেশন এবং টিকা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইন সিস্টেম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Central Aid Management System (CAMS)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে কর্মরত জেলার ৫জন দক্ষ প্রোগ্রামার বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজের গতিশীলতা ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে স্ব-উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার তৈরি করে এবং প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় উল্লিখিত সফটওয়্যারটি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর চাল বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সাথে ব্যবহার করে।

CAMS এর মাধ্যমে মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়।

আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন

- সরকার আগামী ২০২১ সাল নাগাদ আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আইসিটি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং আইসিটি শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতে দেশি/বিদেশি বিনিয়োগে ট্যাক্স হলিডেসহ নানাবিধ ইনসেন্টিভ প্যাকেজ ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। এর ফলে আইসিটি রপ্তানি ২০১৯ সালে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। আইসিটি শিল্পের বিকাশে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়:
    - তথ্য প্রযুক্তি খাতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা।
    - হার্ডওয়্যার সংযোজন বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্ক কমিয়ে ১ শতাংশ করা।
    - আইটি/আইটিইস খাতে রপ্তানিতে ১০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা।
    - এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বোস্টন কনসালন্টিং গ্রুপের (বিসিজি) সহযোগিতায় স্ট্র্যাটেজিক সিইও আউটরিচ প্রোগ্রাম চালু করা হয়। এ প্রোগ্রামের আওতায় বিসিজি দেশি আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০০ এর অধিক বৃহৎ বিদেশি আইটি প্রতিষ্ঠানে যোগযোগ স্থাপন, সম্পর্ক ও ব্যবসায়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে।
    - শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক ১০০টি মোবাইল গেম উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ১০০টি গেম উন্নয়নের জন্য আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে।
    - Advance Professional প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের দ্বারা ১০৫টি এপস ও ৫২টি গেম উন্নয়ন করা হয়েছে।
    - হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগকারীকে দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য ওয়ানস্টপ সার্ভিস (OSS) চালু করা হয়েছে।
    - OSS এর আওতায় ১০টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে।
    - ২০৩০ সালের মধ্যে OSS অনলাইন প্ল্যাটফর্মের আওতায় আসবে।
    - আইটি শিল্প ও আইটি শিল্পের ডেভলপারদের ১৪ ধরণের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

- টপ-আপ আইটি প্রশিক্ষণ, ফাউন্ডেশন স্কিল প্রশিক্ষণ, সাইবার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ, এসিএমপি প্রশিক্ষণ, সিএক্সও প্রশিক্ষণ এবং কোরসেরা ট্রেনিং প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষণ করোনা মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম কোরসেরা ট্রেনিং প্ল্যাটফর্মে ৪০০০ কোর্সে পাঁচ হাজার দক্ষ মানুষ তৈরি করেছে সরকার।
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নারী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- নারী ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণ, যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জ, ছিটমহল আইসিটি প্রশিক্ষণ ও ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ
- কর্মসংস্থান এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বিশেষায়িত কোর্স, যথা- Women in Development (WID) প্রোগ্রাম, UNAPCICT Gi Women ICT Frontier Initiative (WIFI), Freelancing, Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider, Call Centre Agent ইত্যাদি পরিচালনা করা হচ্ছে। নারী প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে গৃহিণী, ছাত্রী, উদ্যোক্তা, কর্মজীবী নারী উল্লেখযোগ্য। নারীদের সক্ষমতা উন্নয়নে বিগত ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর' ২০২১ সময়কালে মোট ৮৮,১৮৩ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এনডিডিসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ৫০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং ২০ জন বাক প্রতিবন্ধীকে Web Development Ges Professional Digital Content Management কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে মোট ৩,০১৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

উদ্যোক্তা উন্নয়ন: দেশের ৪,৫০১টি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের ফলে গ্রামীণ জনগণের অবাধ তথ্য প্রবাহে অংশগ্রহণসহ দ্রুততম সময়ে তথ্য ও সেবা পাবার পথ সুগম হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে ১জন নারী ও ১জন পুরুষ উদ্যোক্তা গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষদের জরুরিসেবাসমূহ অনলাইনে দিয়ে থাকে। এ সকল উদ্যোক্তাদের সুষ্ঠুভাবে সেবাসমূহ নিশ্চিতকরার জন্য আইসিটি বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া আইসিটি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (আইডিয়া) এর মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এ পর্যন্ত ২২,৪৫৬ জন উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আইসিটি বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ফ্রিল্যান্সার টু-এন্টারপ্রেনার কর্মসূচি, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৬৫,৬৭৭ জনকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্যারাভ্যান বাসের মাধ্যমে " টেকসই নারী উন্নয়নে আইসিটি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ক্যারাভ্যান বাসের মাধ্যমে " টেকসই নারী উন্নয়নে আইসিটি" বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান: দেশে করোনার রোগী শনাক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিয়মিত দাপ্তরিক কাজ অব্যাহত রাখার জন্য বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়ন করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পক্ষ থেকে ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ (নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপদ নিশ্চিত করা, ঘরে বসে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা, ঘরে বসেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং অনলাইনে সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা) চালু রাখার স্বার্থে ৫টি বিষয়ে 'বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান' প্রস্তাব করা হয় যা ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন।

সুরক্ষা ব্যবস্থা :

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কোভিড ভ্যাকসিন প্রয়োগের নিমিত্ত গত ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে টিকাদান কর্মসূচি চালু করা হয়। অতঃপর উক্ত টিকাদানের রেজিস্ট্রেশনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০২১ হতে সুরক্ষা এ্যাপস চালুসহ ওয়েব পোর্টালেও surokkha.gov.bd চালু করা হয়। উক্ত ওয়েব পোর্টাল/এ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অতি সহজেই দেশের জনগণ কোভিড ভ্যাকসিনের ১ম ও ২য় ডোজ গ্রহণ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

করোনা পোর্টাল:

কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই নাগরিকদের জন্য করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনীয় পরামর্শ, করোনা সম্পর্কিত সকল সেবার হালনাগাদ তথ্যের জন্য করোনা পোর্টাল (www.corona.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এতে রয়েছে করোনা বিষয়ক অগ্রগতি এবং নির্দেশনা, ম্যাপে জেলাভিত্তিক করোনা হট জোন, এআই ভিত্তিক 'চ্যাট বট' এবং হটলাইন, স্বাস্থ্য বাতায়ন, আইইডিসিআর-এর হেল্পলাইনসহ জাতীয় কলসেন্টারের সকল তথ্য ও ১২৯৬ এর অধিক কন্টেন্ট। এখন পর্যন্ত নাগরিকগণ ১ কোটি বার তথ্যের জন্য এই পোর্টালে ভিজিট করেছেন।

করোনা হেল্পলাইন ৩৩৩:

করোনা বিষয়ক তথ্য সেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা, সেলফ করোনা টেস্টিংসহ অনেকগুলো নতুন সেবা যুক্ত হয়েছে হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে। এই হেল্পলাইন নম্বরে নাগরিকগণ হতে শুধুমাত্র করোনা সম্পর্কিত এখন পর্যন্ত ২৩ লক্ষের অধিক কল এসেছে। ত্রাণ সহযোগিতার জন্য নাগরিক কর্তৃক প্রদত্ত ১০ লক্ষ কল হতে যাচাই বাছাই করে ৩ লক্ষ কল স্থানীয় প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

করোনা হেল্পলাইন ৩৩৩:

'ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি' অ্যাপ:

অনলাইনে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য 'ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল বিডি' অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছেন। মুক্তপাঠের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ তাঁদের সুবিধামতো সময়ে এই অ্যাপে যুক্ত হয়ে সেবা প্রদান করে আসছেন এবং এই অ্যাপটিতে ইতোমধ্যে প্রায় ৪.৫ হাজার চিকিৎসক নাগরিকগণদের স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করেছেন।

মাঠ প্রশাসন করোনা ড্যাশবোর্ড:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় এটুআই মাঠ প্রশাসনের কোভিড-১৯ বিষয়ক প্রতিবেদন গ্রহণের জন্য একটি ড্যাশবোর্ড তৈরি করেছে। ড্যাশবোর্ডটির মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাঠ প্রশাসনে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যক্রম এবং ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ কার্যক্রমের সমন্বয় করছে।

করোনা বিডি এবং কন্টাক্ট ট্র্যাসিং অ্যাপ:

সম্ভাব্য করোনা আক্রান্তের তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা এবং ঘরে বসে নিজেই নিজের করোনা ঝুঁকি যাচাইকরণে তৈরি করা হয়েছে 'করোনা বিডি' অ্যাপ। অ্যাপটি ইতোমধ্যে ১ লক্ষের অধিক নাগরিক ডাউনলোড করেছেন এবং সেবা গ্রহণ করছেন। এছাড়াও, করোনা আক্রান্ত রোগী এবং তাদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণে সহায়ক অ্যাপ হিসেবে 'কন্টাক্ট ট্র্যাসিং' অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ফলে, নাগরিকগণ আক্রান্ত এবং সন্দেহভাজনদের বিষয়ে সতর্কতামূলক নোটিফিকেশন পাচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছেন।

সেল্ফ টেস্টিং টুল:

হেল্পলাইন ৩৩৩, ১৬২৬৩ এবং *৩৩৩২# এবং ২৫টি ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকগণকে করোনা টেস্টিং সাপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে। কলসেন্টার ব্যবহার করে 'সেল্ফ টেস্টিং' টুলের মাধ্যমে প্রাথমিক স্ক্রিনিং-এ ১ কোটি ৩০ লক্ষ সন্দেহভাজন করোনা আক্রান্তদের চিহ্নিত করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের তালিকা হতে বিগ ডাটা এনালাইসিস -এর মাধ্যমে বাছাইকৃত প্রাথমিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ৬৫ হাজার নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডাক্তারের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ ২০ হাজারের অধিক চিহ্নিত আক্রান্তদের তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও আইইডিসিআরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ৩৩৩ কলসেন্টারের মাধ্যমে ২৩ লক্ষ নাগরিকের সেলফ টেস্ট বা প্রাথমিক স্ক্রিনিং সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে বিগ ডাটা এ্যানালাইসিস-এর মাধ্যমে ১ লক্ষেরও অধিক জনকে প্রাথমিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং করোনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ডাক্তার কর্তৃক প্রাথমিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার জনকে তুলনামূলকভাবে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে তাদের তথ্য পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং করোনা টেস্টের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

উচ্চ-ঝুঁকির স্থান চিহ্নিতকরণ এবং ম্যাপভুক্তকরণ:

করোনা আক্রান্ত রোগীর অবস্থানগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ম্যাপে জোনভিত্তিক উচ্চ, নিম্ন ও নিরাপদ এলাকা (লাল, হলুদ ও সবুজ) চিহ্নিত করা হচ্ছে। ম্যাপে জোনভিত্তিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সরকার এলাকাভিত্তিক সাহায্য-সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা, ডাক্তারের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঔষুধ সরবরাহ, হাসপাতালের সুবিধা বৃদ্ধি, লকডাউনসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছেন। এটুআই ম্যাপভিত্তিক তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পুলিশ প্রশাসনকে প্রেরণ করে করোনা মোকাবিলায় কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা করছে।

বিএসএমএমইউ-এটুআই স্পেশালাইজড টেলি-হেলথ সেন্টার:

করোনা পরিস্থিতিতে নাগরিকগণ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ)-এর উদ্যোগে এবং এটুআই-এর সহযোগিতায় কোভিড-১৯ মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সারাদেশের নাগরিকগণকে ভিডিও এবং অডিও কলের মাধ্যমে যেকোনো চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের জন্য বিএসএমএমইউ-এটুআই স্পেশালাইজড টেলি-হেলথ সেন্টার (০৯৬১১৬৭৭৭৭৭) চালু করা হয়েছে। এই টেলি-হেলথ সেন্টারে প্রতিদিন ২৮ জন ডাক্তার সেবা প্রদান করছেন। ইতোমধ্যেই ২০ হাজারেরও অধিক নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

টেলিমেডিসিন নেটওয়ার্ক:

হাসপাতাল কিংবা ক্লিনিক সেবা নিতে যেসব নাগরিকের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে তাদের জন্য এটুআই বাংলাদেশের ২৭টি টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তারের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। ৫৯০ জনেরও অধিক ডাক্তারের মাধ্যমে ২৭ হাজারের অধিক নাগরিককে এ পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৩৯ জনকে সম্ভাব্য আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রবাস বন্ধু কলসেন্টার:

সৌদিআরব এবং বাহরাইনে বসবাসরত প্রায় ২৪ লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশীদের জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানে চালু করা হয়েছে 'প্রবাস বন্ধু কল সেন্টার'। ইতোমধ্যে ৭৮জন সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশী ডাক্তার এ কলসেন্টারের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করছেন এবং ১ হাজারের অধিক প্রবাসী নাগরিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আরো প্রায় ২৫০ ডাক্তার এই সেবা প্রদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাহরাইনে অবস্থানরত ১২ জন চিকিৎসক স্বেচ্ছায় এই কলসেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করছেন এবং বাংলাদেশ থেকেও ১০ জন চিকিৎসক এই কলসেন্টারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছেন। এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাহরাইন প্রবাসী বাংলাদেশী ৬৭২ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সহযোগিতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর এটুআই এই 'প্রবাস বন্ধু কলসেন্টার' পরিচালনা করছে। অতিশীঘ্রই আরও ৫টি দেশের প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য জরুরি স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হবে।

ই-হেল্থ সার্ভিস কোঅর্ডিনেশন ইউনিট:

বাংলাদেশের কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় এটুআই, আইসিটি বিভাগের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ই-হেল্থ সার্ভিস কোঅর্ডিনেশন ইউনিট তৈরি করেছে। উক্ত ইউনিটের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে তিন ধাপে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার রোগীকে সেবা প্রদান করা হবে। আগামী ১০ জুন ২০২০ তারিখ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ৫,০০০ রোগীকে সেবা দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে।

করোনা বিষয়ক অনলাইন কোর্স:

এটুআই-এর ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠে' করোনা বিষয়ক ৮টি ই-লার্নিং কোর্স যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ৪ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ২৬ হাজারেরও অধিক ডাক্তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ হচ্ছে ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক, নার্স, বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মী, ফার্মাসিস্ট যাদেরকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

ডিজিটাল ক্লাসরুম:

করোনা প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী লকডাউনে শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে ক্ষতি লাঘবে এটুআই-এর সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে, যা সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্রচার করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত, মোট অনলাইন ক্লাস প্রচারিত হয়েছে ৬৫০টি এবং আপদকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রমে ৮০০ জনেরও অধিক শিক্ষক যুক্ত রয়েছেন। এই ডিজিটাল কনটেন্টগুলো অনলাইনে প্রায় ৩ কোটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যে সকল শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট কিংবা টেলিভিশনে ক্লাস করার সুযোগ নেই, শুধুমাত্র তাদেরকে শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান এবং শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি কথপোকথনের জন্য ৩৩৩৬ নম্বর-এর মাধ্যমে নতুন একটি সেবা চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য-সুরক্ষা পণ্য সরবরাহ:

আন্তর্জাতিক বাজারে সংকটকালীন সময়ে আইল্যাবের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে তৈরিকৃত জরুরি স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সামগ্রী ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। সরবরাহকৃত জরুরি সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৬,৩০৮টি পিপিই, ১৪,৬২২টি স্যানিটাইজার, ৩০,৭২০টি মাস্ক, ৪৮,৯৮০টি হ্যান্ডগ্লাভস, ৭৫৫০টি হ্যান্ডওয়াশ এবং ৬২০টি গগলস। আইল্যাবের ইনোভেটরগণ দেশের সংকটকালীন সময়ে আইল্যাবের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেডটোনিকের কারিগরি সহযোগিতায় প্রাইভেট সেক্টরের ১৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারত্বের মাধ্যমে ৫টি ভেন্টিলেটর প্রস্তুত করা হয়েছে যা ক্লিনিক্যাল টেস্টের পর্যায় রয়েছে। অতিশীঘ্রই জনগণের ব্যবহারের জন্য ভেন্টিলেটরগুলো উন্মুক্ত করা হবে।

ফুড ফর ন্যাশন এবং ফোনে নিত্যপণ্য:

এটুআই-এর একশপ-এর উদ্যোগে পাবলিক-প্রাইভেট কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ প্রস্তুত করে ১১৬টি ই-কমার্স ও লজিস্টিক কোম্পানি, ই-ক্যাব, ঢাকা বিভাগীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে প্রায় ১ হাজার ফার্মেসী, মুদিসহ মোট ১ লক্ষেরও অধিক রেজিস্টার্ড পয়েন্ট/দোকান নিয়ে লজিস্টিক নেটওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশব্যাপী কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ শুরু হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে ফুড ফর ন্যাশন প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম চলছে। নাগরিকগণদের ৩৩৩৫ নাম্বরের মাধ্যমে ফোনে নিত্যপণ্য সেবা প্রদানের কার্যক্রম পাইলটিং শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে প্রায় অর্ধ লক্ষ নিত্যপণ্যের অর্ডার এসেছে যার মধ্যে ৬০% পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, ফুড ফর ন্যাশনের বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে করোনা পরিস্থিতিতে "কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট" আয়োজন করা হয় যেখানে সর্বাধিক প্রচারকারী উদ্যোক্তাদের সম্মাননা হিসেবে সেরা ১ জন বিজয়ীকে ৫০,০০০ টাকার মূল্যমানের পুরস্কার প্রদানসহ টপ ১০ জনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খামারির পাশাপাশি ৫২৯৩টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় ৬৩০০ গরু, মহিষ, ছাগল নিবন্ধিত হয় এবং এই অনলাইন হাটে ভিজিটরের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,৫২,৮৩৭ জন। উল্লেখ্য, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে "ফুড ফর ন্যাশন" এর উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

'একদেশ' ক্রাউন্ডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম:

যাকাত কিংবা আর্থিক অনুদান যেকোনো সময় বা স্থান হতে সহজে যেকোনো ব্যাংকিং চ্যানেলের সহযোগিতায় প্রদানের লক্ষ্যে চালু হয়েছে দেশের প্রথম ক্রাউন্ডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম 'একদেশ'। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সহজলভ্য করতে প্রযুক্তি নির্ভর 'একদেশ' প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। 'একদেশ' প্ল্যাটফর্মের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ নির্বাচিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সারাদেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ যাকাত কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান প্রদান করতে পারছেন।

করোনা বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম:

এটুআই এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করোনা সচেতনতায় হাউটু, ফিকশনাল, এনিমেশনসহ বিভিন্ন ধরনের মোট ৫৮০টি কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সোশ্যাল মিডিয়া, বিলবোর্ড ও অন্যান্য মাধ্যমে সচেতনতামূলক কনটেন্ট প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১০.৫ কোটি নাগরিকের কাছে এই প্রচারণা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কনটেন্ট প্রচারের ক্ষেত্রে ইউএনডিপি বাংলাদেশ অফিস এবং ইউনিসেফ'সহ ৯০টির অধিক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করছে।

বেসরকারি টেলিভিশনে "করোনা হেল্পলাইন" সম্প্রচার:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারদের যুক্ত করে এপ্রিল মাস থেকে 'একাত্তর টেলিভিশন' এবং 'আরটিভি'-তে 'Corona Helpline' প্রোগ্রাম নিয়মিত প্রচার হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকদের যুক্ত করে ১০০ পর্ব প্রচারিত হয়েছে এবং ৪ কোটি নাগরিকের কাছে করোনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরামর্শ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে এটুআই-এর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ৫০০টিরও বেশি সচেতনতামূলক কনটেন্ট প্রচার করা হয়েছে এবং নাগরিকগণ ৫ কোটিরও অধিক বার যুক্ত হয়েছেন।

নারী নির্যাতন রোধে সচেতনতামূলক টেলিভিশন প্রোগ্রাম:

কোভিড পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী নারী নির্যাতন ব্যাপক হারে বেড়েছে। এ প্রেক্ষিতে বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, নির্যাতন রোধে সকল নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং করোনা পরিস্থিতিতে নারীর অবদানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি ভিন্ন ধর্মী টেলিভিশন সিরিজ "নারী-নক্ষত্র" প্রোগ্রাম শুরু হতে যাচ্ছে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল-আরটিভি ও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-এসএমসি এবং এটুআই এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই প্রোগ্রাম নির্মিত হচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা শুরু হয়েছে।

ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম:

আমার সরকার (MyGov) প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন সেবা যেমন: ই-নথি, একসেবা, একপে, ই-চালান, মুক্তপাঠ প্রভৃতি উদ্যোগের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম (MyCourt) প্ল্যাটফর্মটির কার্যক্রম ৮৭টি নিম্ন আদালতে শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিচার বিভাগের জন্য তৈরিকৃত এই প্ল্যাটফর্মে একইসাথে শুনানি কার্যক্রমকে পরিচালনা করার জন্য একটি সুরক্ষিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। কার্যক্রম শুরু হওয়ার ৭ দিনে ১০ হাজারের অধিক জামিন আবেদনের প্রেক্ষিতে ৭ হাজারেরও অধিক জামিন শুনানির তারিখ নির্ধারণ এবং ৫ হাজারের অধিক ভার্চুয়াল শুনানি সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের নেতৃত্বে ইউএনডিপি বাংলাদেশের হিউম্যান রাইটস এবং জাস্টিস প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রাথমিক পর্যায়ে জামিন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডিজিটাল কোর্টের এই সিস্টেম তৈরি করেছে।

কোভিড-১৯-এর প্রভাব-সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম:

এটুআই-এর উদ্যোগে ১৬টি সেক্টর/খাতের চাকরির ক্ষেত্রে কোভিড ১৯-এর প্রভাব-সংক্রান্ত একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো-ইতোমধ্যে ও ভবিষ্যতে চাকরিচ্যুতির খাত চিহ্নিত করা এবং কোভিড পরবর্তী চাকরির বাজার ও পেশার ধরন নির্ধারণ বিষয়ে ধারণা অর্জন করা। উল্লেখ্য, সরকারের ২৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ দক্ষতা উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত। কোভিড ১৯-এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর নতুন কর্মসংস্থানের চাহিদা অনুযায়ী বাজারমুখী দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। গবেষণা হতে জানা যায় যে, এসএমই ও ইনফর্মাল ট্রান্সপোর্টেশন কন্সট্রাকশন, ফার্নিচার এবং সিরামিক, আরএমজি ও টেক্সটাইলস, লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইগ্রেন্ট ওয়ারকার্স, রিয়েল স্টেট এন্ড হাউসিং ইত্যাদি সেক্টরে ২০২১ সালের মধ্যে ২ কোটি ৮৫ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক চাকরি হারাবে এবং এগ্রো-ফুড, হেলথকেয়ার সার্ভিসেস, আইসিটি ও ই- কমার্স, ফার্মাসিউটিকালস, ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ইত্যাদি সেক্টরে ২৯ লক্ষেরও অধিক নতুন চাকরি সুযোগ তৈরি হবে। এছাড়াও কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এটুআই কর্তৃক আরো কিছু গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেগুলো হলো: ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জীবনে করোনার সামগ্রিক প্রভাব নির্ধারণে 'র‍্যাপিড ইম্প্যাক্ট স্টাডি', বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি কুইক ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট, শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহীত আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক সকল উদ্যোগের আলোকে একটি 'বেইসলাইন স্টাডি', প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনে কোভিড-১৯-এর প্রভাব সংক্রান্ত 'র‍্যাপিড এ্যাসেসমেন্ট', ইউডিসি উদ্যোক্তাদের উপর কোভিড-১৯-এর অর্থনৈতিক প্রভাব নির্ধারণে সমীক্ষা ইত্যাদি।

প্লাজমা ডোনেশন প্ল্যাটফর্ম 'সহযোদ্ধা':

করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ার পর তাঁর প্লাজমা সংগ্রহ এবং অসুস্থ রোগীর চিকিৎসায় এই প্লাজমা বিতরণের লক্ষ্যে 'সহযোদ্ধা' www.shohojoddha.com নামক একটি প্লাজমা ডোনেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। সহযোদ্ধা ওয়েবসাইট কিংবা ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস পজেটিভ থেকে সুস্থ হওয়া ব্যক্তি প্লাজমা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন এবং করোনা আক্রান্ত রোগীর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের ভিত্তিতে এই ডিজিটাল প্লাজমা নেটওয়ার্ক থেকে প্রয়োজনীয় প্লাজমা সংগ্রহ করতে পারবেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, এটুআই ইনোভেশন ল্যাব এবং ই-জেনারেশন এর সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এই প্লাজমা ডোনেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে।

ক্লাস' প্ল্যাটফর্ম:

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম এবং সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে কার্যকরী ও সহজ উপায়ে চলমান রাখতে 'ভার্চুয়াল ক্লাস' প্ল্যাটফর্ম (www.virtualclass.gov.bd) চালু করা হয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লাইভ ক্লাস বা ট্রেনিং পরিচালনা, এডুকেশনাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মূল্যায়ন বা এ্যাসেসমেন্ট টুলস, মনিটরিং এবং সমন্বয় করার প্রযুক্তি যুক্ত থাকছে।

মা টেলিহেলথ সার্ভিস:

করোনাকালে গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধদানকারী মা ও শিশুর সেবা পৌঁছে দিচ্ছে প্ল্যাটফর্মটি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ যৌথভাবে এ সেবা দিচ্ছে। ইতোমধ্যে মা ও শিশুদের ২ লক্ষ ৪০ হাজারেরও অধিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল ম্যাপিং 'বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ':

'বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ' তরুণদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী পরিচালিত ডিজিটাল ম্যাপিং কার্যক্রম। এ ক্যাম্পেইনে প্রায় ৩১,০০০ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এক লাখ ১০ হাজার লোকেশন গুগল ম্যাপ ও ওপেন স্ট্রিট ম্যাপে যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৫,০০০ হাসপাতাল, ১৬,০০০ ফার্মেসি এবং ২০,০০০ মুদি দোকান সন্নিবেশিত করার পাশাপাশি ৮৭০টি রাস্তা ম্যাপে যুক্ত হয়েছে।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা যেমন: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, এটুআই প্রকল্প, আইডিয়া প্রকল্প, মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প এবং লিভারেজিং আইসিটি প্রকল্প নিরলসভাবে করে যাচ্ছে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সরকারে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ যেমন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করে চলেছে।

বৈঠক:

বৈশ্বিক ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপ জুমের বিকল্প হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে বৈঠক ভিডিও কনফারেন্স প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হতে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হবে। বৈঠক প্ল্যাটফর্মটি হোস্টিং করা হয়েছে এ বিভাগের নিজস্ব ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে। ফলে বৈঠকে যে ভিডিও, তথ্য শেয়ার করা হবে সেসব তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

Central Aid Management System (CAMS):

তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে কর্মরত জেলার ৫জন দক্ষ প্রোগ্রামার বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজের গতিশীলতা ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে স্ব-উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের অভীষ্ট লক্ষ্যে "Find Technology; Innovate; Don't Imitate;" উক্তিকে সামনে রেখে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশানুসারে CAMS এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে সরকারি কারিগরি ক্ষেত্রে "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২০" অর্জন করেছে Central Aid Management System (CAMS).

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর আওতাধীন উদ্ভাবনী (Innovation) কার্যক্রম

এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় দ্রুত, স্বচ্ছতার সাথে, হয়রানিমুক্তভাবে ও স্বল্পমূল্যে সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটুআই প্রোগ্রাম কাজ করছে। এছাড়া সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধনে এবং সেবাসমূহকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য করে নাগরিক-কেন্দ্রিক উদ্ভাবনী সংস্কৃতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করছে।

এটুআই এর বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারি সেবা গ্রহণের সময়, খরচ এবং যাতায়াত এর সাশ্রয় ঘটেছে, যার ফলে জনগণ আরও বেশি সেবা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছেন। সাধারণ তথ্য যেগুলো নিতে তাদেরকে বাসভাড়া, রিকশাভাড়া এবং পায়ে হেঁটে অফিসগুলোতে যেতে হতো, এখন তা অনলাইনে গ্রহণ করতে পারছেন। সরকারি সেবা প্রদান করে এই প্রক্রিয়া থেকে আরও বেশি রাজস্ব আয় সম্ভব হচ্ছে যা উন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে, এটুআই প্রকল্পের উদ্যোগের ফলে সেবা গ্রহণে নাগরিকদের ১.৯২ বিলিয়ন সময়, ৮.১৪ বিলিয়ন খরচ এবং ১ বিলিয়ন যাতায়াত কমেছে। এছাড়াও, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

"

'রূপকল্প ২০২১' অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধনে এবং সেবাসমূহকে আরো অন্তর্ভূক্তিমূলক, সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য করে নাগরিক-কেন্দ্রিয় উদ্ভাবনী সংস্কৃতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকারকে সহযোগিতা করছে এটুআই প্রোগ্রাম। এটুআই প্রোগ্রাম এর যাত্রালগ্ন হতেই বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রবর্তন করা হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য হলো সেবা প্রার্থী জনগণকে পূর্বের তুলনায় স্বল্প সময়, স্বল্প খরচ ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে আরো গুণগত ও সন্তোষজনক সেবা প্রদান।

"

১.৯২ বিলিয়ন সময় হ্রাস

৮.১৪ বিলিয়ন খরচ হ্রাস

১ বিলিয়ন যাতায়াত হ্রাস

ডিজিটাল সেন্টার

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে **৭,৬০০টি ডিজিটাল সেন্টারের** মাধ্যমে **৩০০টিরও অধিক রকমের সেবা প্রদান** করা হচ্ছে। ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রত্যন্ত এলাকার নাগরিকরা সহজে কম সময়ে ও কম খরচে ডিজিটাল সেন্টার হতে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার এ উদ্যোগ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত।

সেবা প্রদান: ৫৬ কোটি ৭৫ লক্ষ+
উদ্যোক্তা: ১৫ হাজার+ (প্রায় ৫ হাজার নারী)

তথ্য ও সেবা গ্রহণ
প্রতিদিন গড়ে ১.৫ লক্ষ+

জাতীয় তথ্য বাতায়ন

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি দপ্তর থেকে প্রদেয় সেবাসমূহ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়সহ **৫১ হাজার ৫ শতেরও অধিক সরকারি দপ্তরের ওয়েব সাইটের** একটি সমন্বিত রূপ বা ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে জাতীয় তথ্য বাতায়ন। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে সরকারি দপ্তরের এ পর্যন্ত **৬৫৭ ই-সেবা এবং ৮৮ লক্ষেরও অধিক বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট** যুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩

ঘরে বসেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নাগরিকগণ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন তথ্য ও সেবা যেন পেতে পারেন সেজন্য **জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩** চালু করা হয়েছে। এছাড়া এই হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তার নিকট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান ও নাগরিক সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে অনুরোধ করতে পারেন।

কল গ্রহণ
২ কোটি ৮১ লক্ষ+
স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায়
সামাজিক সমস্যার সমাধান
২১ হাজার+

ই-নথি

প্রচলিত নথি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তির অনলাইন অফিস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি হচ্ছে ই-নথি। ই-অফিস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সরকারি অফিসে কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনয়নে ই-নথি বর্তমানে **৮ হাজারেরও অধিক সরকারি অফিসের ১ লক্ষেরও অধিক কর্মকর্তা** ব্যবহার করছে। অদ্যাবধি, **প্রায় ১ কোটি ৫১ লক্ষেরও অধিক ফাইল** ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।

ই-নামজারি

ভূমি ব্যবস্থাপনায় নামজারি সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবান্ধব সেবা। প্রতিবছর দেশে প্রায় ২২ লক্ষ নামজারি মামলা দায়ের হয়। এসকল মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালনার লক্ষ্যে উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসের নামজারি ও জমা-খারিজ সেবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিহীনভাবে প্রদানের জন্য ই-নামজারি (e-mutation) ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে (land.gov.bd)। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকগণ ঘরে বসে কিংবা যেকোনো ডিজিটাল সেন্টার থেকে নামজারির আবেদন জমা দেয়ার পাশাপাশি আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারেন। উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারীগণ ই-মিউটেশন সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইন নামজারি কার্যক্রম (অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, ট্র্যাকিং ও প্রসেসিং, অনলাইন পেমেন্ট, স্বয়ংক্রিয় অর্ডারশিট/নোটিফিকেশন/খতিয়ান প্রস্তুত, ডিসিআর প্রদান ও স্বয়ংক্রিয় রেজিস্টার প্রস্তুত) সম্পন্ন করতে পারেন। ই-মিউটেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ও মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে সহকারী কমিশনারগণ (ভূমি) মামলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও তদারকি করতে সক্ষম হচ্ছেন।

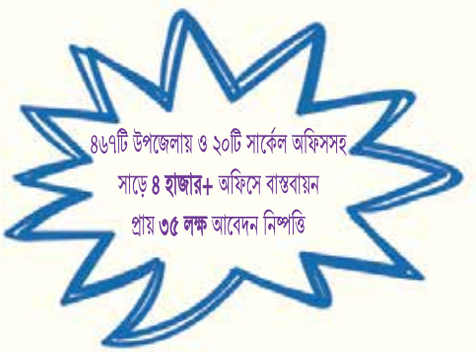

উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর

উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর (উত্তরাধিকার.বাংলা বা uttoradhikar.gov.bd) একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যালকুলেটর যা দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টন হিসাব করা যায়। মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থার জটিলতা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা থেকেই উত্তরাধিকার বাতায়ন এবং অ্যাপের যাত্রা। এখন পর্যন্ত ১ লক্ষেরও অধিক নাগরিক উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করছেন।

ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব

দ্রুত ই-সার্ভিস বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সেবাসমূহকে সঠিকভাবে ডিজাইন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেবাসমূহ পর্যালোচনা করে একটি রোডম্যাপ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। রোডম্যাপ-এর পরবর্তী ধাপ হিসেবে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব নামক একটি অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। যার মাধ্যমে চিহ্নিত করা সরকারি সকল সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হচ্ছে এবং একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম-এর ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। অদ্যবধি, ২৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল জনবান্ধব সেবাকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১,১৫২টি সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

মাইগভ প্ল্যাটফর্ম

সরকারি সব সেবা এক প্ল্যাটফর্মে আনার অঙ্গীকার নিয়ে 'আমার সরকার বা মাই গভ' প্ল্যাটফর্ম (ওয়েব এবং অ্যাপ) চালু করা হয়েছে। সেবার জন্য আবেদন, কাগজপত্র দাখিল, আবেদনের ফি পরিশোধ এবং আবেদন পরবর্তী আপডেট জানা যাবে। শুধুমাত্র ভয়েস ব্যবহার করেও সেবার আবেদন, আপডেটসহ অন্যান্য বিষয় জানা যাবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাহায্যে আবেদনকারীর পরিচয় নিশ্চিত করা হবে। ইতোমধ্যে এই প্ল্যাটফর্মে র‍্যাপিড ডিজিটাইজেশনের আওতায় প্রায় ১,০৫৬টি সেবা ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এছাড়া আরও সরকারি ও বেসরকারি সেবা অ্যাপটিতে যুক্ত করার কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ৪২১টি সরকারি সেবা অ্যাপটিতে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে এবং মাইগভে ৮,১৫৮টি সরকারি অফিস সংযুক্ত রয়েছে।

বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত ও অধস্তন আদালতসহ বিচার বিভাগের সকল তথ্য সমৃদ্ধ বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, উদ্ভাবনী ও জনমুখী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং আদালত ও নাগরিকের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে এ বাতায়নের যাত্রা। বর্তমানে ৬৪টি জেলা আদালতে, ৫টি দায়রা আদালতে এবং ৮টি ট্রাইব্যুনালে বিচার বিভাগীয় বাতায়ন সক্রিয় রয়েছে।

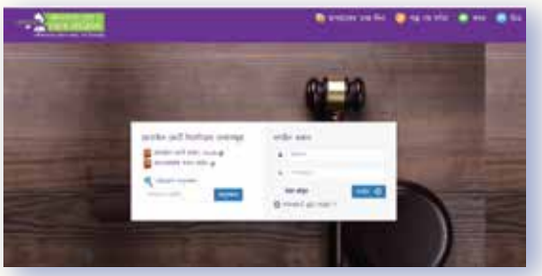

ই- মোবাইল কোর্ট

ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে খুব সহজে ও দ্রুততার সাথে অনলাইনে এবং প্রয়োজনে অফলাইনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্টের সকল কার্যক্রম যেমন: অভিযোগনামা দায়ের, অভিযোগ গঠন, জব্দতালিকা প্রস্তুত, জবানবন্দি গ্রহণ ও আদেশ প্রদান করতে পারেন। এখন পর্যন্ত ই-মোবাইল কোর্টে ৭,৮০৯ জন ব্যবহারকারী রয়েছেন এবং ২ লক্ষেরও অধিক মামলা নিস্পত্তি হয়েছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের সকল ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছে। ফলে নাগরিকগণ ডিজিটাল সেন্টার থেকে একাউন্ট খোলা, টাকা পাঠানো, সঞ্চয় করা, ঋণ গ্রহণ, বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিটেন্স উত্তোলন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন ধরনের ফি প্রদান ইত্যাদি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণে **৪,৪০৩টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান** করা হচ্ছে যার মাধ্যমে **১৭,১৮৪ কোটি টাকারও অধিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন** হয়েছে।

জিটুপি সিস্টেম

জিটুপি সিস্টেমের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক একক আইডি ব্যবহার করে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় রাষ্ট্র কর্তৃক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক বা অন্য কোন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা। এই প্লাটফর্মে **৩৭ লক্ষেরও অধিক** সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল (জিটুপি) উপায়ে সেবা গ্রহণের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে **১৯৪ কোটি ৩২ লক্ষের অধিক টাকা** সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট ডিজিটাল উপায়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

ই-চালান

সরকারি বিভিন্ন সেবার ফি আদায় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে চালান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে একজন নাগরিক/সেবাগ্রহীতার যেমন অতিরিক্ত সময়, অর্থ ও যাতায়াত ব্যয় হয়, তেমনি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৈনিক চালানের হিসাব মেলানো, নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ যথাসময়ে প্রেরণ এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করতে বাড়তি সময় ব্যয় ও মানসিক চাপ তৈরি হয়। সরকারি বিভিন্ন সেবার ফি ইলেক্ট্রনিক উপায়ে গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সরকারের রাজস্ব আদায়ের এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাটির একটি ইলেক্ট্রনিক চালান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে ই-চালানে ৪১টি সেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে ২,৫৪৮ কোটি টাকারও অধিক লেনদেন করা হয়েছে।

একপে

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পার্সন-টু-বিজনেস (পিটুবি) পদ্ধতির কেন্দ্রীয়করণের উদ্দেশ্যে পরিষেবা বিল ও ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজ করার লক্ষ্যে 'একপে' নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। দেশের সব পরিষেবা বিল, শিক্ষাসংক্রান্ত ফি ও অন্য সব ধরনের ফি প্রদানের পদ্ধতি সহজ ও সমন্বিত করা হয়েছে 'একপে'-এর মাধ্যমে। এ পর্যন্ত ১০টি আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে একপে-এর পার্টনারশিপ সম্পন্ন হয়েছে। অদ্যাবধি এই সিস্টেম হতে ১৫ লক্ষ ২৩ হাজারেরও অধিক নাগরিক উপকৃত হয়েছেন।

একশপ

সহজ ও দ্রুত সময়ে নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম রুরাল অ্যাসিস্টেড ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম হলো একশপ। **ইতোমধ্যে ৭ লক্ষ ৪২ হাজারেরও অধিক** গ্রাহক একশপের মাধ্যমে ই-কমার্স সেবা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে **৬,১৮৯ জন গ্রামীণ কারিগর** একশপের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করছে। ইতোমধ্যে একশপ **৭৪ লক্ষেরও অধিক** পণ্য ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

কিশোর বাতায়ন

কিশোর বাতায়ন কিশোর-কিশোরীদের জন্য নির্মিত একটি শিক্ষামূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে কিশোর-কিশোরীরা একই সঙ্গে বাতায়নে বিদ্যমান কনটেন্ট দেখতে পারছে ও নতুন কনটেন্ট যুক্ত করতে পারছে। কানেক্ট বা কিশোর বাতায়নের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

মেধা সম্পন্ন যুবশক্তি

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে যুব সমাজকে আরো বেশি দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন এ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশব্যাপী বিভিন্ন বয়সের এবং গোষ্ঠীর (পুরুষ, মহিলা, নৃ-ত্বাত্তিক গোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী) তরুণদের কর্মমুখী দক্ষতা উন্নয়ন এবং যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগ। অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ৩ লক্ষ ২৫ হাজারেরও অধিক প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ২ লক্ষ ৫১ হাজারেরও অধিক প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী যুক্ত : **২৭ লক্ষ+**
কন্টেন্ট: **৩২ হাজার+**

প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা উন্নয়ন: **৩ লক্ষ+**
প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান: **২ লক্ষ+**

দক্ষতা উন্নয়ন

বেকার যুবক-যুব মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে যথোপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণার্থীদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ ও তাদের মধ্যে নিয়মিত আদান-প্রদান পাশাপাশি নতুন প্রশিক্ষণের সময়সূচি, কোর্সসমূহের বিবরণ, চাকরি সংক্রান্ত তথ্য, প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে একই প্ল্যাটফর্মে আনার এ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে 'ন্যাশনাল ইন্টিলিজেন্ট ফর স্কিলস, এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ-নাইস ৩ দক্ষতা উন্নয়ন'। যার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চলমান এ্যাপ্রেনটিসশীপ প্রোগ্রাম মনিটরিং করা হচ্ছে।

ইনোভেশন ল্যাবে চলমান প্রকল্প
৯৩
কার্যক্রম সম্পন্ন প্রকল্প
১৩০

নিবন্ধিত যুব
৩ লক্ষ+
নিবন্ধিত ইন্ডাস্ট্রি/ নিয়োগকর্তা
১,৫৫১
নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৬০৫

আই-ল্যাব বা ইনোভেশন ল্যাব

উদ্ভাবনী সংস্কৃতি তৈরি এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে ডিভাইস বা সিস্টেম অথবা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত সমাধানের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে আই-ল্যাব বা ইনোভেশন ল্যাব। ইতোমধ্যে উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে বেগবান করতে এটুআই প্রোগ্রাম **১৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে** 'ইনোভেশন হাব' তৈরি করেছে। যার মধ্য দিয়ে নাগরিক সমস্যার বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া, সকল প্রতিষ্ঠানকে এক সুতোয় বাঁধতে আছে একটি অনলাইন পোর্টাল, যেখানে কমিটির সদস্যরা নিবন্ধিত হচ্ছে এবং আই-ল্যাবের সাথে সহজেই সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছে। সরকারি আরও বেশ কয়েকটি ল্যাবের সাথে এই ল্যাব সংযুক্ত। এই উদ্যোগের মাধ্যমে মেধাস্বত্তাধিকার সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

উদ্ভাবনী আইডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা

উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে ত্বরান্বিত করতে উদ্ভাবনী আইডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা,নাগরিক সমস্যার উদ্ভাবনী, সাশ্রয়ী, বাস্তবায়নযোগ্য সমাধান গ্রহণের একটি অনলাইন সিস্টেম আইডিয়া ব্যাংক, যেখানে যেকোনো উদ্ভাবক তাদের আইডিয়া জমা দিতে পারেন। আইডিয়া ব্যাংক ব্যবহার করে উদ্ভাবকগণ প্রস্তাবিত সমাধান বাস্তবায়নের জন্য প্রণোদনা কিংবা স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে পারেন। আইডিয়া ব্যাংকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সব পর্যায়ে তা দৃঢ়ভাবে মনিটরিং করার জন্য ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। আইডিয়া ব্যাংক-এর মাধ্যমে এটুআই ইনোভেশন ফান্ড (এআইএফ), উইমেন্স ইনোভেশন ক্যাম্প, চ্যালেঞ্জ ফান্ড, ইনোভেথন ইত্যাদি ধাপের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়েছে।

সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক

দক্ষিণের দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সহজতর করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালের নভেম্বরে তুরস্কের আন্তালিয়ায় সাউথ-সাউথ নেটওয়ার্ক ফর পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতিসংঘের 'ইউএনওএসএসসি'-এর নলেজ শেয়ারিংপ্ল্যাটফর্ম সাউথ-সাউথ গ্যালাক্সিতে সরকারি সেবাক্ষেত্রে উদ্ভাবনের জন্য এটুআই-এর (SSN4PSI) প্ল্যাটফর্মটি ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের 'পার্টনার অব দি মান্থ' হিসেবে মনোনীত হয়েছে সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের আওতায় এটুআই প্রোগ্রাম বর্তমানে মালদ্বীপ, ভুটান, ফিজি, সোমালিয়া, ফিলিপাইনসহ বেশকিছু দেশকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের আওতায় ২১৭টি ম্যাচম্যাকিং সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৪০টি সদস্য দেশ এই নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় ২০টি নলেজ প্রোডাক্ট আদান প্রদান করা হয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ ১০০+ সাধারণ সদস্য দেশকে এসএসসি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম

৩৩৩ হেল্পলাইন

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিবন্ধী-বান্ধব কল সেন্টারে পরিণত করা হয়েছে।

মুক্তপাঠ

কোভিড-১৯ চলাকালীন প্রতিবন্ধীদের করণীয় বিষয়ক নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্তকরণ

দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ

দরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহজে ভাতা পেতে পারে সেজন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ভিত্তিক ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন বয়স্ক নাগরিককে ভাতা প্রদান

নারীদের উন্নয়ন

প্রতিবন্ধিতা দূরীকরণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। যা ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সহযোগিতা করা হবে।

দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ

মোট ৫৭,৬০০ আদিবাসী নাগরিককে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নারী উন্নয়ন

ওমেন ইনোভেশন ক্যাম্প আয়োজন ও ইতোমধ্যে ১০টি নারী-বান্ধব প্রকল্পকে ফান্ড প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল টকিং বুক

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং নিরক্ষরদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ১০৯টি পাঠ্যবইয়ের ডিজিটাল টকিং বুক চালু রয়েছে।

ওয়েব টুলকিট

ওয়েবসাইটকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করার লক্ষে ওয়েব একসেসিবিলিটি টুলকিট তৈরির জন্য চ্যালেঞ্জ ফান্ড দেওয়া হয়েছে।

ফোনে নিত্যপণ্য

নাগরিকগণকে ৩৩৩-৫ নম্বরের মাধ্যমে 'ফোনে নিত্যপণ্য' সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে নিত্যপণ্যের জন্য নাগরিকগণ ৭ লক্ষেরও অধিক বার কল করেছেন। তন্মধ্যে যাচাই-বাছাই করে **১ লক্ষ ২০ হাজারেরও অধিক অর্ডার ডেলিভারি** করা হয়েছে।

অনলাইন কোর্স

ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠে' করোনা বিষয়ক ১০টি ই-লার্নিং কোর্স যুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪.২১ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ২.২৮ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থী কোর্স সম্পন্ন করেছেন। উক্ত কোর্সগুলোতে ৬৩ হাজারেরও অধিক ডাক্তার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ৩৫ হাজারেরও অধিক ডাক্তার প্রশিক্ষণ শেষে সনদ গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীগণ হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক, নার্স, বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মী, ফার্মাসিস্ট যাদেরকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত বাংলাদেশ বিচার বিভাগের জন্য তৈরিকৃত আমার সরকার (MyGov) প্লাটফর্মে একইসাথে শুনানি কার্যক্রমকে পরিচালনা করার জন্য একটি সুরক্ষিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে। ভার্চুয়াল কোর্ট সিস্টেম (MyCourt) প্ল্যাটফর্মটির কার্যক্রম ৮৭টি নিম্ন আদালতে শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ২৭ হাজারের অধিক জামিন আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৬ হাজারেরও অধিক জামিন শুনানির তারিখ নির্ধারণ এবং ১১ হাজারের অধিক ভার্চুয়াল শুনানি সম্পন্ন করা হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে
আমরা থাকব
নেতৃত্বে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের গবেষণার জন্য উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি/ফেলোশিপ/উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ড

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে উদ্ভাবনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি স্বীকৃত। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য সরকার দেশের আইসিটি খাতে গবেষণা ও শিক্ষায় প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে ফেলোশিপ ও বৃত্তি কার্যক্রম চালু করে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করার মাধ্যমে সৃজনশীলতা উৎসাহিত করা, মেধা সম্পদ সৃষ্টি করা এবং নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আইসিটি আত্তীকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদেশের সম্ভাবনাময় এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উদ্ভাবনীমূলক কর্মে সম্পৃক্ত করে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অঙ্গীকার।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের গবেষণার জন্য অনুদান প্রাপ্তদের সাফল্যের ইতিহাস

লাইভ ব্লাড ব্যাংক: লাইভ ব্লাড ব্যাংক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন হলো জরুরিভিত্তিতে রক্তের সন্ধানে রক্তদাতা ও গ্রহীতার জন্য একটি দ্রুত, সহজ এবং নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম। বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজনে সহজে ও দ্রুততম সময়ে রক্তের সন্ধান ও স্বেচ্ছায় রক্তদানকে উৎসাহিত করতে গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আইসিটি টাওয়ারের অডিটোরিয়ামে 'লাইভ ব্লাড ব্যাংক' মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। যার সাহায্যে যে কেউ খুব সহজে জরুরি রক্তের প্রয়োজনে তার নিকটস্থ স্বেচ্ছায় রক্ত দাতাকে খুঁজে নিতে পারবে। রক্ত দিতে ইচ্ছুক যে কেউ এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে নিজের প্রোফাইল তৈরি করে নিরাপদভাবে সঠিক ব্যক্তিকে রক্ত দিতে পারবে। গুগল প্লেস্টোরের ঠিকানা: http://bit.ly/livebloodbank

Maysha – The Service Robot: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় একটি রোবট তৈরি করা হয়েছে, যা বাংলা ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে। এটি বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরার খাবার অর্ডার, পরিবেশন ও ই-বিল গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া, বিভিন্ন অফিস, ব্যাংক, অভিযোগ সেন্টারে ব্যবহার করে গ্রাহক সেবার মান বাড়ানো যাবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে রোবটটি শিক্ষা বিষয়ক ও কারখানার বিভিন্ন স্তরে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হবে। ইতোমধ্যে এই রোবটের প্রোটোটাইপ সফলভাবে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালনা করা হয়েছে।

ডিজিটাল ভয়েস এলার্ট সিস্টেম ফর লেভেল ক্রসিং: ডিজিটাল ভয়েস এলার্ট সিস্টেম ফর লেভেল ক্রসিং এর মাধ্যমে ২-৩ কিলোমিটার পূর্বে ট্রেনের অবস্থান শনাক্ত করে সেই লেভেল ক্রসিং-এ স্থাপিত ডিজিটাল এলার্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করবে এবং ট্রেন লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করার পর সক্রিয়ভাবে এলার্ট সিস্টেম বন্ধ হবে। এ পদ্ধতিতে তিন স্তরের সেন্সিং সিস্টেম- (১) GPS (২) Axel Wheel Tracking (৩) Pressure Sensing কাজ করবে। এ সিস্টেম ব্যবহারে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা যাবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এমন একটি টুল যা সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পূর্বের তুলনায় স্বল্পসময়ে, স্বল্প খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীকে সন্তোষজনক ও গুনগত সেবা প্রদানে সরকারি প্রক্রিয়াকে আরো জনবান্ধব করে তুলেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির যথোপযুক্ত ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে সকল সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার এবং সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম দর্শন। উদ্ভাবনী সংস্কৃতি বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরত্বারোপ করেছে। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উদ্ভাবনী ধারণা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উদ্ভাবনী চর্চার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় রিসোর্সের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

- স্টোর ম্যানেজমেন্ট এন্ড ই-রিকুজিশন ফর ভেহিকেল
- আইসিটি বিভাগের প্রতিটি ফ্লোরে কর্মকর্তাগণের নাম, রুম নম্বর এবং শাখার নাম ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শন
- ই-সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি অফিসে প্রতিনিধি মনোনয়ন ও স্মার্ট সভা ব্যবস্থাপনা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগসমূহ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক তিনটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ডিজিটাল বোর্ডে এ বিভাগের সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের উদ্যোগটি উল্লেখযোগ্য। ডিজিটাল বোর্ডে এ বিভাগের সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাগণ এ বিভাগের সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবহিত হতে পারবেন।

এছাড়া, ইনোভেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইএইএমএস) নামে গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগটি হচ্ছে এমন একটি উদ্যোগ যার মাধ্যমে একটি মনিটরিং সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যেখানে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল সিস্টেমে যেকোন স্থান হতে, যেকোন সময় ও যেকোন ডিভাইস ব্যবহার করে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়িত তথ্য সংরক্ষণ, মনিটরিং এবং স্বয়ংক্রিয় এলার্ট প্রদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা প্রদান করবে।

এ বিভাগের তৃতীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগটি হচ্ছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ১০ম গ্রেড থেকে এর নিম্নের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন অনলাইনে দাখিল করার সুবিধা প্রদান। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন অনলাইনে দাখিল করার মাধ্যমে অল্প সময়ে ও অতি সহজে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিলের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

আইসিটি বিভাগের সিটিজেন চার্টার ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শন

সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) হলো নাগরিক এবং সেবাদাতাগণের মধ্যকার একটি চুক্তি। সকল সরকারি অফিসে নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগেও একটি সিটিজেন চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) রয়েছে, যা সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। একজন কর্মকর্তা কত দিনে কোন সেবাটি প্রদান করে এ বিষয়ে সেবাগ্রহীতা একটি ধারণা পেয়ে থাকেন। সেবাটি ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ডের মাধ্যমে এ বিভাগের প্রতিটি ফ্লোরে প্রদর্শন করা হলে সকল সেবাগ্রহীতা এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সহজে জানতে পারবেন।

সিটিজেন চার্টার ডিজিটাল বোর্ড

বিদ্যমান সেবাটির প্রধান সমস্যাসমূহ এবং তার সমাধান

সমস্যাসমূহ	সমাধান
• সেবাগ্রহীতা প্রদানকৃত সেবা সম্পর্কে আবহিত নয়। • কোন্ সেবা কত দিনে প্রদান করা হয়, বিষয়টি না জানার কারণে সেবা প্রদানকারী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা জন্মায়। • সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর মধ্যে যোগাযোগ না থাকা।	• ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শনের ফলে সেবাগ্রহীতাগণ এ বিভাগের প্রদানকৃত সেবা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে। • সেবা প্রদানের সময় সীমা নির্ধারণ থাকবে। • সেবা প্রদানকারীর নাম ও ফোন নম্বর প্রদান করা হবে।

TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

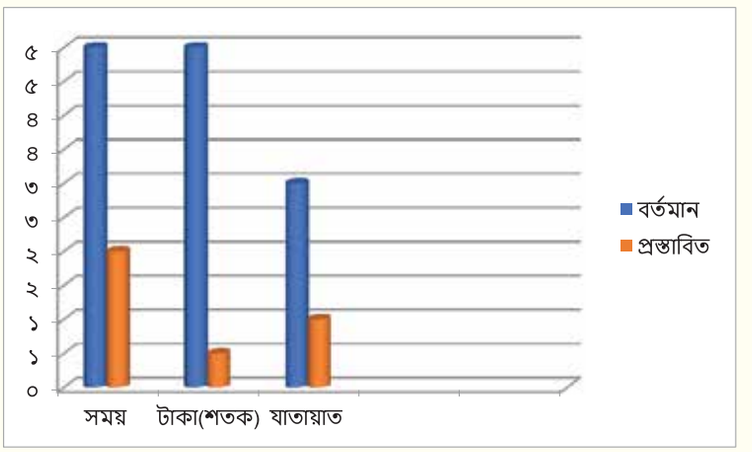

উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত সুফলসমূহ:

- সরকারি সেবা পাওয়ার বিষয়ে সেবাগ্রহীতার ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে।
- সেবা প্রদানকারীর জবাবদিহিতা থাকবে।
- দীর্ঘসূত্রিতা দূর হবে।

ইনোভেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইআইএমএস)

ইনোভেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইআইএমএস) ইনোভেশন এমন একটি সিস্টেম যা বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল সিস্টেমে যেকোন স্থান হতে, যেকোন সময় ও যেকোন ডিভাইস ব্যবহার করে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়িত তথ্য সংরক্ষণ, মনিটরিং এবং স্বয়ংক্রিয় এলার্ট প্রদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।

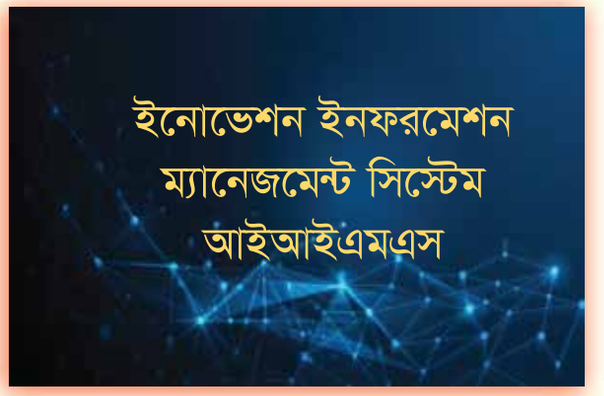

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা

১ম পর্যায়	২য় পর্যায়	৩য় পর্যায়
▪ আইসিটি বিভাগ ও ▪ আওতাধীন সংস্থা ▪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	▪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ▪ দপ্তর/সংস্থা	▪ বিভাগ ▪ জেলা ▪ উপজেলা

ইনোভেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইআইএমএস) এর উদ্দেশ্য

- ডিজিটাল সিস্টেমে ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ
- ইনোভেশন টিমের প্রয়োজনীয় তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ
- ডিজিটাল সিস্টেমে বাৎসরিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন
- রিয়েল টাইম কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও এলার্ট প্রদান
- ডিজিটাল সিস্টেমে কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন
- বাস্তবায়িত ইনোভেশনের তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ (ইনোভেশন ব্যাংক)
- এ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন।

সিস্টেম আর্কিটেকচার

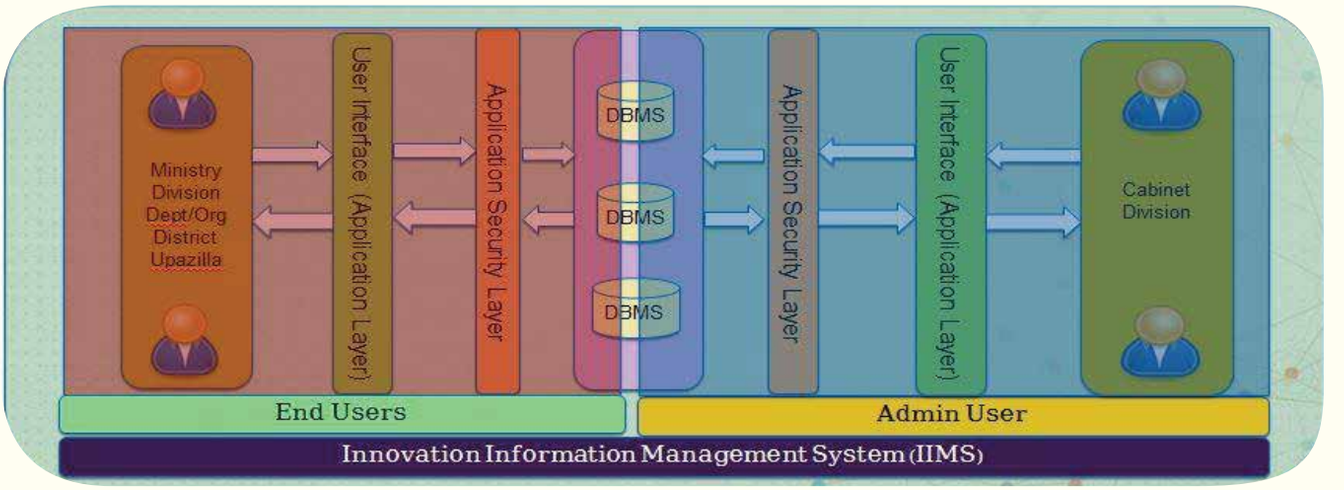

ইনোভেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সলিউশন আর্কিটেকচারে তিনটি প্লেয়ার বিবেচনা করা হয়েছে। সেন্ট্রাল সিস্টেম যা ডাটাবেইজ হিসেবে পরিচিত। অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি লেয়ারটি ডেটাবেইজ সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশনে লেয়ারের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদান করবে। সর্বশেষ অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীগণ ইনোভেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবে। ইনোভেশন ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের দুই ধরনের ব্যবহারকারী বিবেচনা করা হয়েছে। এন্ড ইউজার হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার ও জেলা/উপজেলার ইনোভেশন টিমের সদস্য এবং এডমিন ইউজার হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইনোভেশন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট সদস্য ব্যবহার করতে পারবে।

বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে কর্মরত ১০ম গ্রেড থেকে তদনিম্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন অনলাইনে দাখিল করার লক্ষ্যে সেবাটি ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। অনুবেদনকারী অনলাইনে তার ইউজার আইডি ব্যবহার করে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরমটি পূরণপূর্বক অনুস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিল করেন। অনুস্বাক্ষরকারী সফটওয়্যারের মাধ্যমে উক্ত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন মূল্যায়ন করতে পারবেন এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী সফটওয়্যারের মাধ্যমে উক্ত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রতিস্বাক্ষর প্রদান করতে পারবেন। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সিস্টেমটির ওয়েব এড্রেস www.acr.ictd.gov.bd।

সমস্যা	সমাধান
• পুরাতন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। • হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। • দীর্ঘদিন সংরক্ষণে কাগজ নষ্ট হয়। • সংরক্ষণের জন্য পৃথক কক্ষের প্রয়োজন হয়।	• সফটওয়্যারের মাধ্যমে এসিআর দাখিল করায় অতি সহজে পুরাতন এসিআর খুঁজে পাওয়া সম্ভব। • হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। • দীর্ঘদিন সংরক্ষণে কাগজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। • ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণ করা হবে।

উন্নয়নের অঙ্গীকার তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

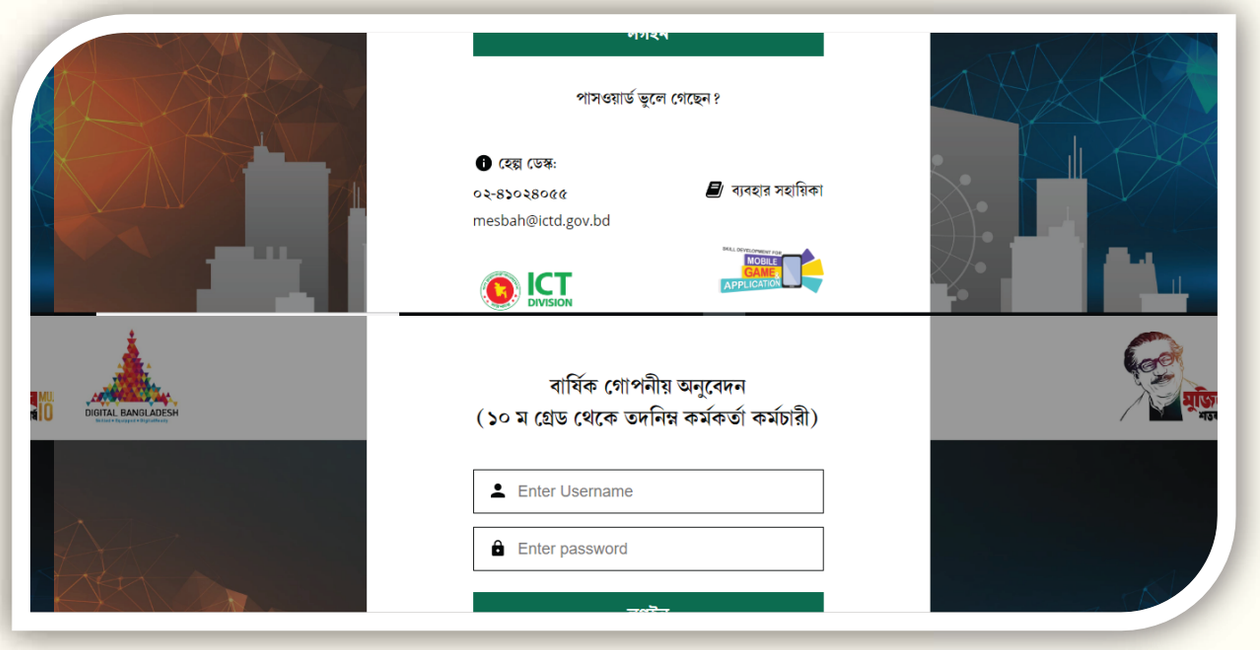

ডিজিটাল সিস্টেমের হোম পেজ

ডিজিটাল সেবাটি বাস্তবায়নের ফলে প্রাপ্ত সুফলসমূহ :

- যেকোন সময়ের এসিআর খুঁজে পাওয়া সহজ।
- সংরক্ষণের কোন স্টোর রুমের প্রয়োজন নেই।
- হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

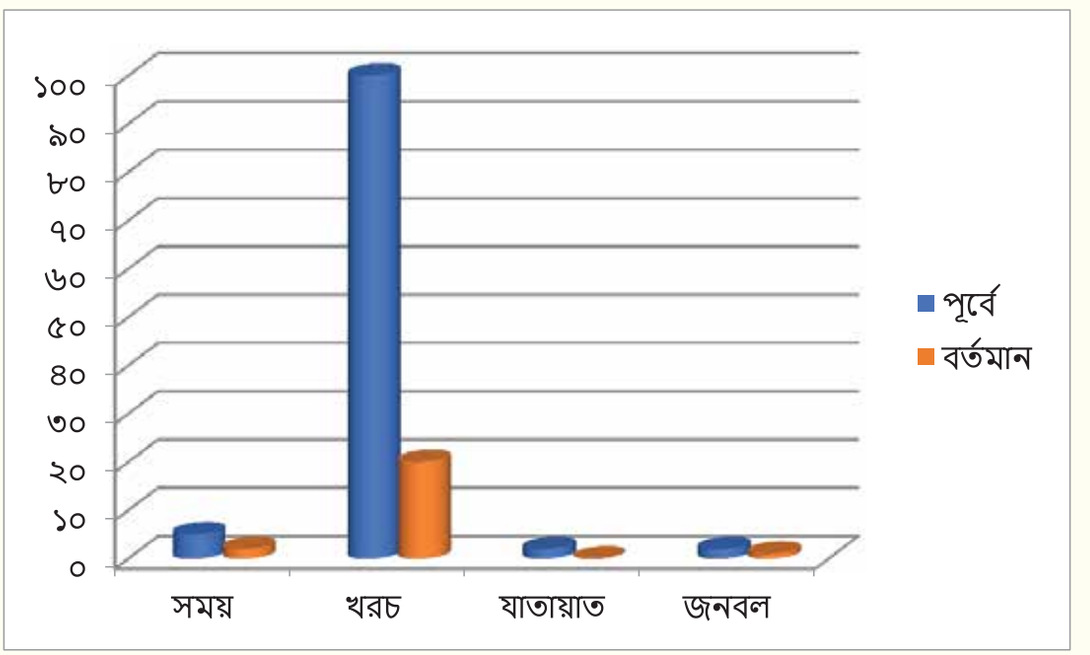

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

“ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে
বাংলাদেশ
সুখী, সমৃদ্ধ বাংলায়
উন্নীত হবে।”

পার্থপ্রতিম দেব, নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ইনোভেশন টিম

Bangladesh
Computer
Council

বামদিক থেকে: রিংকো কবিরাজ, এনালিস্ট (সার্ভাও ও ক্লাউড সিকিউরিটি) মধুসূদন চন্দ, আঞ্চলিক পরিচালক, এহছানুল পারভেজ, পরিচালক
মো: জফরুল আলম খান, মো: হোসেন বিন আমিন, সিনিয়র প্রোগ্রামার

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর পরিচিতি

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প, মানব সম্পদ, নীতি-কৌশল উন্নয়নসহ যাবতীয় বিষয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ১৯৯০ সালে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি মূলত বিসিসি আইন-১৯৯০ অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান' এ রূপকল্পকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২০১১ সাল হতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প-২০২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কানেক্টিভিটি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন, ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠা, আইসিটিতে বাংলা ভাষার উন্নয়ন, জাতীয় ডাটা সেন্টার পরিচালনা, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

অভিলক্ষ্য (Mission)

স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাইজেশন এবং আইটি শিল্পের রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- আইসিটি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি সেবা ও শিল্প খাতকে জ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ এবং কারিগরি সেবা প্রদান;
- ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবেলিটি ফ্রেমওয়ার্ক নির্মাণ ও তা কার্যকর করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফিকেশনস নির্ধারণ করা;
- সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশন;
- জাতীয় ডেটা সেন্টার, পাবলিক সিএ, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার এবং ডেটা সেন্টার হতে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা এবং ইনফরমেশন ও ডেটা সিকিউরিটি ইন্ট্রুশান চিহ্নিত করতে National Computer Incident Response Team (CIRT) এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়ন করা, আইটি স্কিল স্ট্যান্ডার্ড তৈরি এবং আইটি/আইটিইএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এতদসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল প্রণয়নে এসোসিয়েশনসমূহ ও সরকারকে সহায়তা প্রদান করা;
- আইসিটি বিষয়ে শিক্ষা ও দক্ষতার বিশ্বমান নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কিল গ্যাপ পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বমানের মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আইসিটি একাডেমী স্থাপন ও পরিচালনা;
- সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং পরামর্শ প্রদান করা;
- তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও সহযোগিতা করা;
- সরকারের সকল সেক্টরে ডিজিটাইজেশন এর ব্যবস্থা করা এবং পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারির জন্য উচ্চগতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও পরিচালনা, উক্ত নেটওয়ার্কে নিরাপদ তথ্য প্রবাহ ও সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের উদ্ভাবন (Innovation) সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

এগিয়ে যাচ্ছে iDEA প্রকল্প
সফল উদ্যোক্তাদের বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তির পরিমাণ ২৯৩ কোটি টাকারও বেশি

বাংলাদেশে একটি স্টার্টআপ সংস্কৃতি গঠনে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে এগিয়ে যাচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)"। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি এর সুযোগ্য নেতৃত্বে ও সঠিক পরামর্শে iDEA প্রকল্পের একটি দক্ষ সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রি-সীড স্টেজে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১৭০টি ইনোভেটিভ স্টার্টআপকে অনুদান প্রদানের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গ্রোথ লেভেলে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪টি এবং সীড লেভেলে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত ২৩টি স্টার্টআপ। উল্লেখ্য, মার্চ ২০২১ পর্যন্ত iDEA প্রকল্পের অভ্যন্তরীন তথ্য অনুযায়ী কপিরাইট, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক পেয়েছে মোট ৩২টি স্টার্টআপ। এছাড়া, এই প্রকল্প থেকে ৪৬টি স্টার্টআপকে কো-ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্প থেকে বিভিন্ন ইভেন্ট, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে ৭৯৩৪ জনসহ প্রায় ৩১৪টি স্টার্টআপকে মেন্টরিং প্রদান করা হয়েছে যা স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

"বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২০ (বিগ)" এর সংবাদ সম্মেলন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ-দ.কোরিয়া কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত "আইডিয়াথন" এর সমাপনী অনুষ্ঠান

ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে "স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার ২" এর সেরা ১০ স্টার্টআপ

"স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ-২০২০"এর সমাপনী অনুষ্ঠানের একাংশ

উদ্যোক্তাগণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে iDEA প্রকল্প হতে ইকোসিস্টেমের অংশীজনের সাথে বিভিন্নভাবে কোলাবরেশনের মাধ্যমে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তরুণদের উৎসাহিত করতে "স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ" (চ্যাপটার ১ এবং ২), ভারতের টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেডের সাথে "ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস", দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে "আইডিয়াথন", স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ, বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ), ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা উদ্যোগ এই প্রকল্প থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ১ হাজারেরও বেশি স্টার্টআপদের নিয়ে একটি বেইজলাইন জরিপের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশে একটি সুগঠিত স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠনে শক্তিশালী ভুমিকা রাখবে। এছাড়া, এই প্রকল্পের পোর্টফোলিও স্টার্টআপদের মধ্যে ভালো অবস্থানে রয়েছে শপআপ, ট্রাক লাগবে লিমিটেড, সিগমাইন্ড এআই, আই ফার্মার, হ্যালো টাস্কসহ আরো অনেকে। সফল এই স্টার্টআপগুলো তাদের কোম্পানিগুলোতে ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত (প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ তথ্য অনুযায়ী) প্রায় ২৯৩ কোটি টাকা অর্থাৎ ৩৪.৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার এরও বেশি অর্থ বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে সক্ষম হয়েছে যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখছে। এছাড়াও, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের পূর্ণতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উদ্যোক্তাদের জন্য বিভাগভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম 'স্টার্টআপ চট্টগ্রাম', 'স্টার্টআপ খুলনা', 'স্টার্টআপ কুমিল্লা', 'স্টার্টআপ রাজশাহী', 'স্টার্টআপ ময়মনসিংহ' এবং 'স্টার্টআপ বরিশাল' গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, স্টার্টআপদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনে গবেষণা ও টেস্টিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বমানের উন্নত ডিভাইসের সমন্বয়ে প্রকল্প কার্যালয়ে একটি "ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব" স্থাপন করা হয়েছে।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের ফলে সারাদেশ যখন একটি কঠিন সময় পার করছে তখন স্বাস্থ্যের জন্য "হেলথ্ ফর ন্যাশন", শিক্ষার জন্য "এডুকেশন ফর ন্যাশন" এবং খাদ্যের জন্য "ফুড ফর ন্যাশন" তৈরির ইনোভেটিভ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে দেশের অসংখ্য উদ্যোক্তাগণকে। ফুড ফর ন্যাশনের বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে করোনা পরিস্থিতিতে আয়োজন করা হয় কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট। iDEA প্রকল্প বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে এমন অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশ, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (CRI)-বাংলাদেশ, টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড-ভারত, বাংলাদেশ ব্যাংক, Korea Productivity Center-দক্ষিণ কোরিয়া, National Institute of Posts, Telecoms and ICT (NIPTICT)-কম্বোডিয়াসহ প্রায় ২৩ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে যার আওতায় সারাবছর যৌথভাবে এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অপরদিকে, iDEA প্রকল্পের সার্বিক সমন্বয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান অরিয়ন ইনফরমেটিক্স লিঃ ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ১৫টি ব্যাংক, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ও পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব নেটওয়ার্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (IDTP) এর পাইলটিংয়ের কাজ শুরু করেছে।

দেশব্যাপী কমিউনিটি গঠনে বিভাগীয় পর্যায়ে iDEA প্রকল্পের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এর মুহূর্ত

এছাড়া, এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় ১০০ টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন পাইপলাইন তৈরি, ৬০টিরও বেশি স্টার্টআপদের নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ আয়োজন, ইকোসিস্টেম গঠন ও প্রসারের লক্ষ্যে স্টার্টআপ রংপুর-সিলেটসহ সারা বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের নিয়ে কমিউনিটি গঠন, ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ে ৩ হাজার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ), আইডিয়াথনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজন সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া, প্রায় ২০০০ SME উদ্যোক্তাদের জন্য অনুদান প্রদান করা হবে যেখানে ৫০ ভাগ থাকবেন নারী উদ্যোক্তা। এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের জন্য একটি স্টার্টআপ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হবে যা ভবিষ্যতে জাতীয় অর্থনীতিতে রাখবে বিশেষ অবদান।

"বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট ২০২০ (বিগ)" এর সংবাদ সম্মেলন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

"উইটসা গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০" এর সম্মাননা গ্রহণের একাংশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণসহ তা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত বহুমুখী উদ্ভাবনী উদ্যোগ এদেশের সাধারণ মানুষকে সরকারি সেবা গ্রহণে আগ্রহী করে তুলছে। এর ফলশ্রুতিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে বাংলাদেশ এক জ্ঞানভিত্তিক সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজে রূপান্তরের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও উন্নয়নকল্পে প্রতিষ্ঠিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। দেশে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার এবং জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কানেকভিটি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আইটি/আইটিইএস শিল্প উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নকল্পে বিসিসি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন তাদের মধ্যে অন্যতম। বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবন সিস্টেমের মাধ্যমে বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ যেকোন স্থান থেকে ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংরক্ষণের নিমিত্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। ফলে সময় ও পরিদর্শন হ্রাস পাবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দুইটি উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগ দুইটির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

হিউম্যান রিসোর্স ইনফরমেশন সিস্টেম (এইচআরআইএস)

প্রস্তাবিত সিস্টেমটি একটি একক ডোমেইন **pmis.bcc.gov.bd or hris.bcc.gov.bd** এর মাধ্যমে বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সিস্টেমে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অনলাইনে নিজেদের তথ্য আপডেট করতে পারবে। এতে ইউজার এবং পাসওয়ার্ড নিরাপত্তা সম্বলিত একটি ডাটাবেজে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিস্তারিত তথ্যাবলী সংরক্ষিত থাকবে। এ সিস্টেমে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

- বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের জন্য "**Single Window**" বেজড সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন;
- বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের একক আইডি ব্যবহার করে তথ্যাবলী ডাটাবেজে সংরক্ষণ;
- বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য হার্ডকপি সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাবলী অনুসন্ধান;
- অটোমেটিক প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রিন্ট।

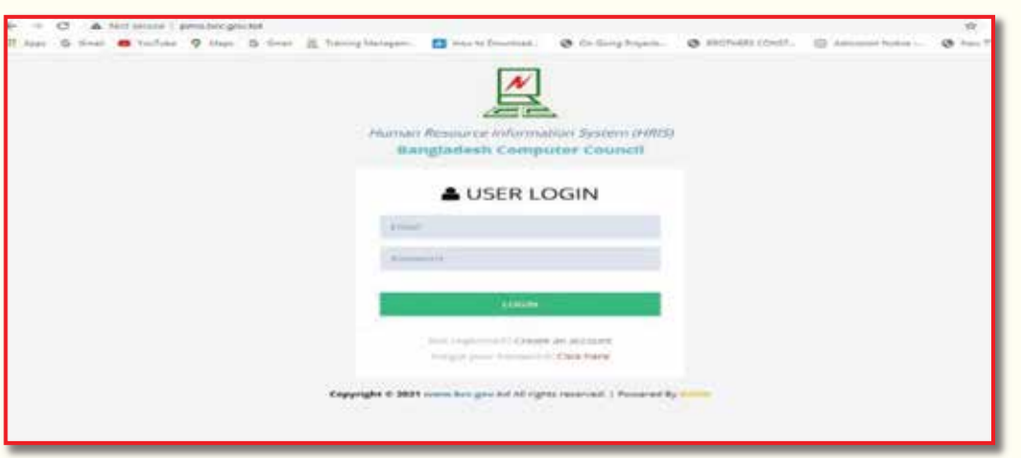

তুলনামূলক বিশ্লেষন			
বিদ্যমান ধাপ	বিদ্যামান ধাপের বর্ননা	প্রস্তাবিত ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ননা
ধাপ-১	বিসিসি'র মানব সম্পদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত হার্ডকপি প্রেরণ	ধাপ-১	অনলাইনে জীবনবৃত্তান্ত দাখিল
ধাপ-২	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক হার্ডকপি সংগ্রহ ও পূরণ	ধাপ-২	অনলাইনে যাচাই-বাচাই
ধাপ-৩	কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক আবেদনপত্র জমা প্রদান	ধাপ-৩	রেজিস্ট্রেশন নিশ্চতকরণ
ধাপ-৪	আবেদনপত্র যাচাই-বাচাই		
ধাপ-৫	তালিকা প্রস্তুতকরণ		
ধাপ-৬	আবেদনপত্র বাতিল হলে কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে অবহিতকরণ		
ধাপ-৭	আবেদনপত্র গ্রহণ ও কনফার্মেশন		

সম্পৃক্ত ধাপের পরিমাণ	
পূর্বের ব্যবস্থায়	বর্তমান এইচআরআইএস এ

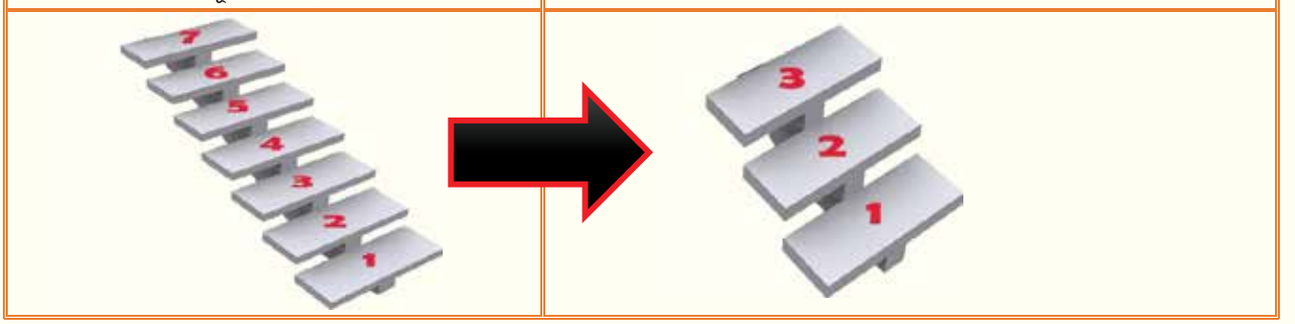

TCV (Time, Cost, Visit) পর্যালোচনা		
বিষয়	বিদ্যামান ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপ
সময় (দিন/ঘন্টা)	৩-৪ দিন	১-২ দিন
খরচ	প্রিন্টিং খরচ ১০/- - ৩০/-	নাই
যাতায়াত	২ বার	নাই
ধাপ	৭ টি	৩ টি
জনবল	২-৫ জন	১ জন
অন্যান্য কাগজ পত্রাদি	কাগজ পত্রাদি দাখিল ও সংরক্ষণ	প্রয়োজন নাই

সরকারি ক্লাউড ড্রাইভ (জি-ক্লাউড)

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) সরকারি ই-সেবা একটি একক প্লাটফরমের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সাশ্রয়, সহজ ও নিরাপদ করার নিমিত্ত বিসিসি জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে ২৪/৭ সময়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সেবাগুলোর মধ্যে সরকারি ক্লাউড ড্রাইভ সার্ভিস অন্যতম। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ বা দপ্তরসমূহে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করে একটি সেন্ট্রাল ডাটাবেজে সংরক্ষণ এবং সেই সাথে আগ্রহী সেবা প্রত্যাশিগণ যেকোন স্থান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুত এ সেবাসমূহ ব্যবহার করতে পারবে। ফলে সময় ও পরিদর্শন হ্রাস পারে।

যৌক্তিকতা

- প্রস্তাবিত সিস্টেমটি একটি একক ডোমেইন **(http://drive.egovcloud.gov.bd)** এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ বা দপ্তরসমূহে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে।
- সরকারি বেশিরভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারী বা দপ্তরসমূহে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা যেমন গুগল ড্রাইভ, ওয়ান ড্রাইভ, ড্রপ বক্স ইত্যাদিতে অক্ষর, রিপোর্ট, মিটিং মিনিটস ইত্যাদির সংরক্ষণ করেন;
- সরকারি বেশিরভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারী বা দপ্তরসমূহে গুগল ব্যবহার করে তাদের গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ডেটা শেয়ার করে থাকেন।

সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সরকারি বেশিরভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারী বা দপ্তরসমূহে এই ক্লাউড ড্রাইভ (eGovCloud) নিরাপদ এবং সুরক্ষিত ফাইল সিঙ্ক্রোনাইজেশন সিস্টেমস যার মাধ্যমে তথ্যাবলী শেয়ার করতে পারবে;
- এটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা সিস্টেমটি সার্ভার হিসাবে ড্রাইভটিকে ব্যবহার করতে পারবেন;
- এটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা তার কম্পিউটারে এক বা একাধিক ফাইল এবং ফোল্ডার শেয়ার করতে পারবে;
- এটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা তার লোকাল ডিরেক্টরিতে ফাইলগুলি রাখতে পারবে এবং সেই ফাইলগুলি তাৎক্ষণিক সার্ভার এবং ডেস্কটপের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লায়ান্টে যেমন অ্যান্ড্রয়েড, অ্যাপস বা আইওএস অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে অন্যান্য ডিভাইসের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারবে।

সিস্টেমের সুবিধাসমূহ

- বিনামূল্যে ব্যবহারকারীরা ১০ জিবি স্টোরেজ ব্যবহারের সুযোগ পাবে;
- ব্যবহারকারী সহজেই অন্যদের কাছে বড় ফাইলগুলি শেয়ার করে নিতে বা প্রেরণ করতে পারবে;
- ব্যবহারকারীর সকল ডেটা সুরক্ষা জাতীয় ডেটা সেন্টার, বিসিসির সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। ফলে তথ্য ফাঁসের সম্ভাবনা খুবই কম;
- বিসিসির সার্ভারের মাধ্যমে ব্যবহারকারী নিরবচ্ছিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

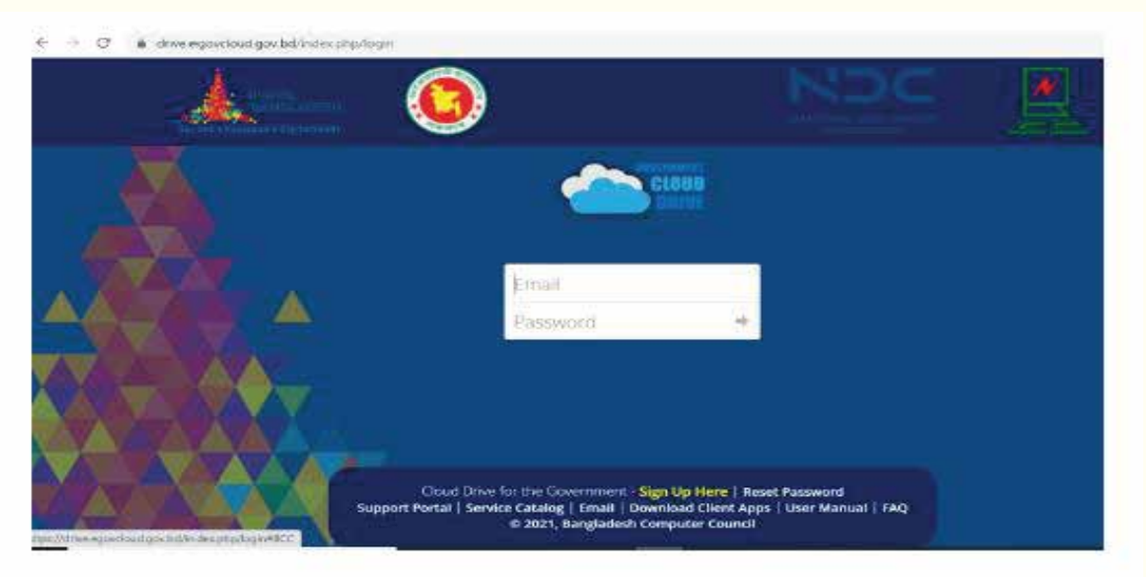

তুলনামূলক বিশ্লেষণ			
বিদ্যমান ধাপ	বিদ্যামান ধাপের বর্ননা	প্রস্তাবিত ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ননা
ধাপ-১	অনলাইনে আবেদন ও ফর্মপূরণ	ধাপ-১	অনলাইনে জীবনবৃত্তান্ত দাখিল
ধাপ-২	রেজিট্রেশন প্রেরণ	ধাপ-২	অনলাইনে যাচাই-বাচাই
ধাপ-৩	রেজিট্রেশন প্রেরণ ও ভেরিফিকেশন		
ধাপ-৪	নোটিফিকেশন গ্রহণ		
ধাপ-৫	রেজিট্রেশন সম্পন্নকরণ		

TCV (Time, Cost, Visit) পর্যালোচনা		
বিষয়	বিদ্যামান ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপ
সময় (দিন/ঘন্টা)	১-২ দিন	১-২ দিন
খরচ	নাই	নাই
ধাপ	২ টি	২ টি
তথ্য নিরাপত্তা	নাই	নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা রয়েছে
স্টোরেজ এর পরিমান	লিমিটেড	বিনামূল্যে ১০ জিবি

প্রত্যাশিত ফলাফল:

- নিজস্ব ডোমেইন ব্যবহার করেও সিস্টেমটি জাতীয় ডেটা সেন্টারে হোস্টিং করে সার্ভিস প্রদান
- একক আইডি'র মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী হার্ডকপি সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই
- ই-মেইল এর মাধ্যমে ম্যাসেজ প্রেরণ
- সেন্ট্রাল ড্যাসবোর্ড কর্তৃক তথ্যাবলী মনিটরিং
- সর্বোপরি সরকারি ই-সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

"কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ি,
হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ করি।"

জনাব হোসনে আরা বেগম এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

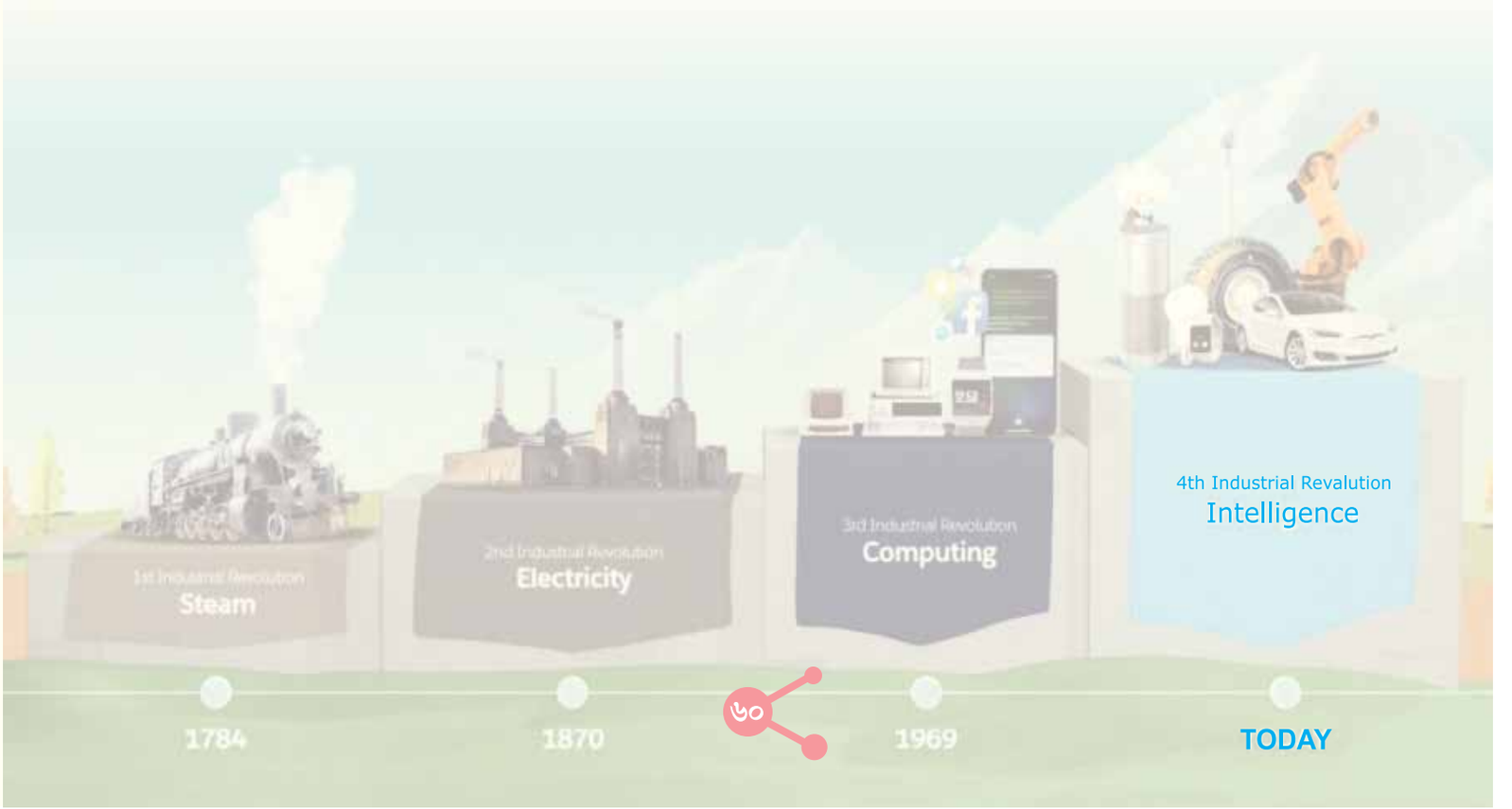

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ইনোভেশন টিম

BANGLADESH
HI-TECH PARK
AUTHORITY

বামদিক থেকে: এস. এম. আল-মামুন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, মো: মাহাবুল আলম, এসিস্টেন্ট মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, জোহরা বেগম, উপসচিব, খাদিজা আক্তার, উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), মো: শফিক উদ্দীন ভুঁইয়া, রিসার্চ অফিসার, কল্যান কুমার সরকার, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একান্ত সচিব।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর পরিচিতি

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) রয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে বর্তমানে সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৫টি পার্ক স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আরো ৩টি পার্ক নির্মাণের কাজ অল্প সময়েই শেষ হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটির উচ্চপ্রযুক্তির ৩১টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রযুক্তি ও জ্ঞাননির্ভর প্রজন্ম বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশে আইটি/হাই-টেক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো/স্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিনিয়োগের অনুকূল ও টেকসই পরিবেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের ইকোসিস্টেম তৈরির লক্ষ্যে সকল সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- বাংলাদেশে বিনিয়োগ অবকাঠামো হিসেবে হাই-টেক পার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা;
- হাই-টেক পার্কে বিশ্বমানের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ;
- হাই-টেক সেক্টরের এবং পার্কের বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- সরকারি হাই-টেক পার্কের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে হাই-টেক পার্ক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন উৎসাহিতকরণ;
- হাই-টেক পার্ক সেক্টরের জন্য বিভিন্ন ফিসক্যাল, নন-ফিসক্যাল প্রণোদনাসহ বিনিয়োগের উপযুক্ত পলিসি, গাইডলাইনস ও আইন প্রণয়ন;
- বিভিন্ন পার্কে স্টার্ট-আপদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিতকরাসহ দেশে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনকের কন্যা দেশের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য শিল্পায়নের গুরুত্ব দিয়েছেন। তথ্যপ্রযুক্তিসহ সকল আধুনিক শিল্প বিকাশে বর্তমান সরকারের দূরদর্শী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সহজ ও বিনিয়োগ সহায়ক পলিসি নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে বিনিয়োগ অবকাঠামো। বিনিয়োগকারীরা প্রণোদনা সুবিধা পাওয়ার সাথে সাথে সারাদেশের হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার এ বিনিয়োগ করার সুবিধা পাচ্ছেন। সরকার একই সঙ্গে এসব উদ্যোগের প্রচারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরার মাধ্যমে দেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফুটে উঠছে। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেশি বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে। প্রতিবছর উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- বিদ্যমান সেবা পদ্ধতির তুলনায় কোন সেবাকে সহজভাবে সেবাগ্রহিতার নিকট পৌঁছে দেয়া এবং প্রয়োজনে বিদ্যমান সেবাটিকে ডিজিটাইজেশন করা। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ এবং বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুইটি উদ্ভাবন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে: (১) হাই-টেক পার্ক গাড়ি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Hi-Tech Park Vehicle Management System) এবং (২) আইওটি বেইসড চলমান উন্নয়ন প্রকল্প পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (IoT based Development Project Monitoring System)। নিম্নে উদ্ভাবন দুইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো: করা হয়েছে:

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

হাই-টেক পার্ক গাড়ি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

হাই-টেক পার্ক গাড়ি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে হাই-টেক পার্কে প্রবেশকৃত সকল গাড়ি এবং গাড়ি ড্রাইভার এর তথ্য রেকর্ড থাকবে। এতে করে পার্কের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব হবে। Radio Frequencz Identification (RFI) এর মাধ্যমে গাড়ি পর্যবেক্ষণ করা হবে। ফলে যে কোন গাড়ি অটোমেটিকভাবে প্রবেশ এবং বের হতে পারবে। এতে সময় অপচয় রোধ হবে এবং ডিজিটাইজেশনে ভূমিকা রাখবে।

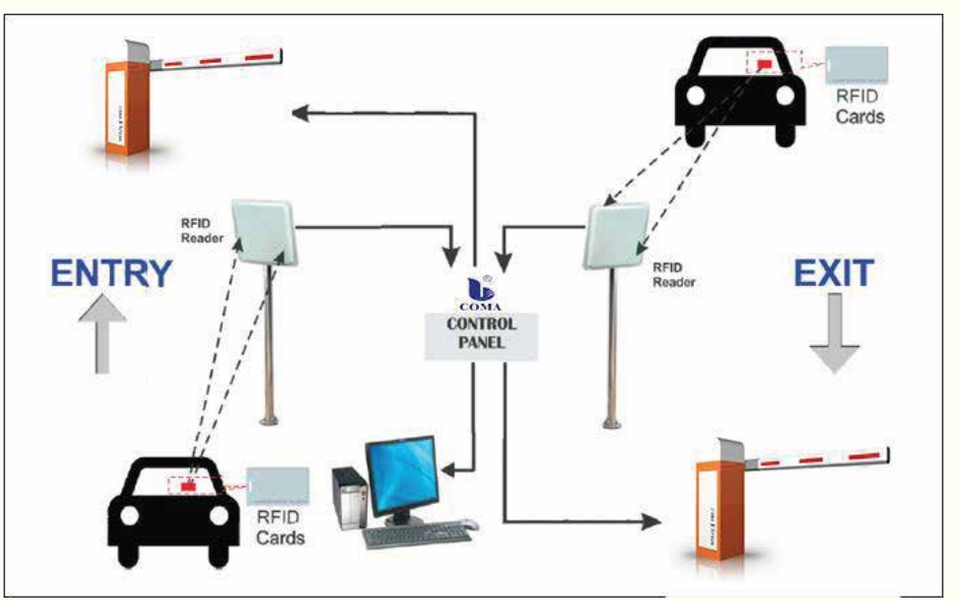

Workflow of Hi-Tech Park Vehicle Management System

আইওটি বেইজড চলমান উন্নত প্রকল্প পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব প্রতিষ্ঠাকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের কাজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন, কোভিড-১৯ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ, সার্বক্ষনিক প্রকল্পের কাজ তাদারকি করতে না পারা, প্রকল্প অফিস হতে প্রকল্প এলাকায় যাতায়াত ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রক্রিয়াটি সহজিকরণের জন্য IoT-based Development Project Monitoring System টি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

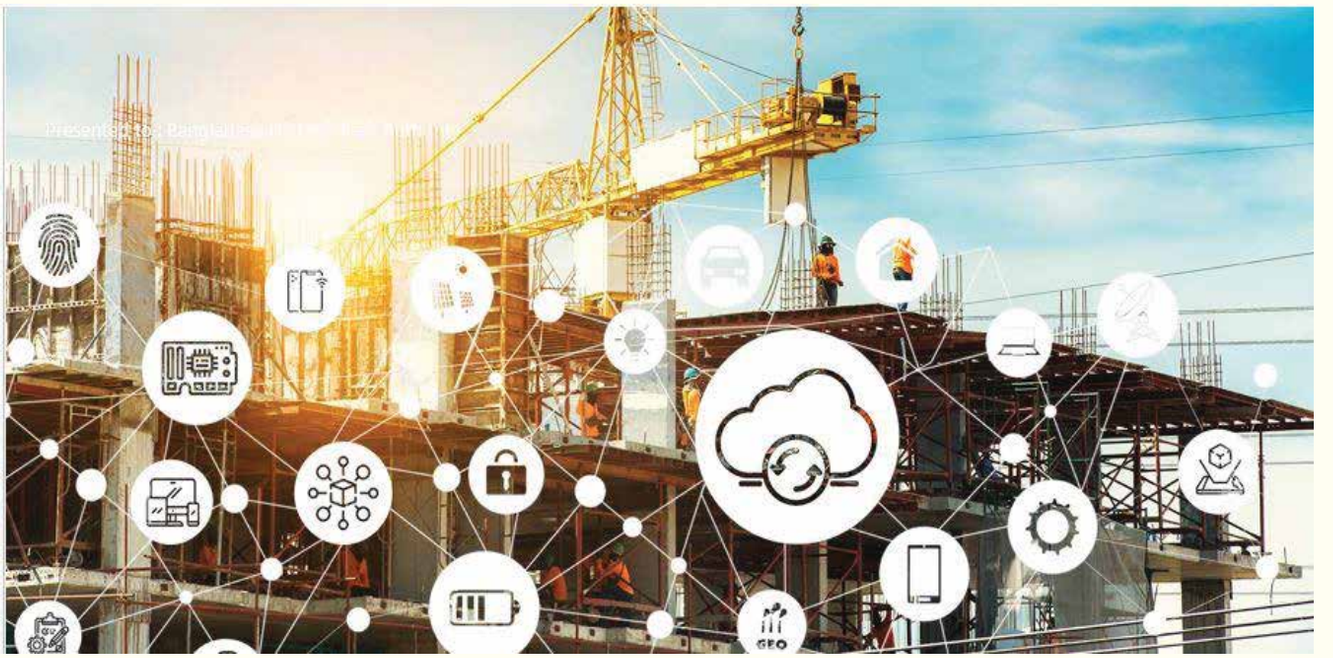

IoT-based Development Project Monitoring System

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব প্রতিষ্ঠাকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম আইওটি-ভিত্তিক ডিজিটাল প্রকল্প ট্র্যাকিং সিস্টেম (আইওটি-ভিত্তিক ডিপিটিএস) এমন একটি সিষ্টেম যা কোন কিছু দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। প্রাথমিকভাবে এই সফটওয়্যারটিতে প্রকল্পের সমস্ত তথ্য প্রবেশ করিয়ে খুব সহজেই প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি দেখা যাবে।

স্থিরচিত্রে IoT-based Development Project Monitoring System

সিস্টেম মডিউল যার মাধ্যমে এডমিন ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় ড্যাশবোর্ড বা কাজের আপডেট প্যাডেল যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম যেমন- প্রতিদিনের কাজের অগ্রগতি, প্যাকেজ সংক্ষেপণ প্রতিবেদন, কোম্পানি বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্যাকেজ অনুযায়ী আইটেম প্রতিবেদন পরিদর্শন করতে পারবে।

সেবা সহজিকরণের আগের ও পরের অবস্থা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে উদ্ভাবন কার্যক্রমের মাধ্যমেই বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে পরিচিতি লাভ করবে। উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলেই সেবাগ্রহিতারা খুব সহজেই তাদের সেবা গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ অনেকগুলো সেবা সহজিকরণ করেছে সময়, যাতায়াত, খরচ এবং ধাপ কমিয়ে কিন্তু এসব সেবাসমূহ ডিজিটালাইজেশন করার সুযোগ রয়েছে। সহজিকরণকৃত সেবাসমূহ ডিজিটালাইজেশন করা হলে সেবাগ্রহিতা আরও সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ফলে এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা চেষ্টা করব উদ্ভাবন কার্যক্রমকে আরও ত্বরান্বিত করতে এবং ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করতে। অনেকগুলো উদ্ভাবনী আইডিয়া ইতোমধ্যে চিন্তা করা হয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে অনেক সমস্যার সম্মুখীনও হতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয়

“ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করুন,
সাইবার জগতে নিরাপদ থাকুন।”

আবু সাঈদ চৌধুরী
নিয়ন্ত্রক (যুগ্মসচিব)
ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয়

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম

CCA

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

বামদিক থেকে: মো: খালেদ হোসেন চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা, বেগম নাজনীন আক্তার, সহকারী প্রকৌশলী, রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব হাসিনা বেগম, উপ-নিয়ন্ত্রক, কাজী শোয়েব মোহাম্মাদ, সহকারী প্রোগ্রামার, মো: হাসান মুনসুর, সহকারী প্রোগ্রামার।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের পরিচিতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ মোতাবেক ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয় গঠিত হয়। সংস্থার প্রধান হিসাবে নিয়ন্ত্রক (যুগ্মসচিব) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ পর্যন্ত মোট ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

সিসিএ কার্যালয়ের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবাদান প্রক্রিয়াকে আরো সহজ, সুলভ, নিরাপদ ও গতিশীল করেছে। ২০১৬ সাল থেকে এ কার্যালয় বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। অনলাইন কার্যক্রমে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে যুগান্তকারী অবদান রাখতে এ কার্যালয় কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ

অভিলক্ষ্য (Mission)

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) এর নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলি;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এবং তথ্যপ্রযুক্তি (সিএ) বিধিমালা ২০১০ অনুসারে সিএ লাইসেন্স ইস্যু, বাতিল এবং স্থগিতকরণ;
- Public Key Infrastructure (PKI) কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- PKI এর জন্য বিধি বিধান, অনুসৃতব্য কর্মপন্থা (Guide line) প্রণয়ন ও মাননিয়ন্ত্রণ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ অনুসারে সাইবার অপরাধ তদন্ত পূর্বক সাইবার ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন;
- আইটি অডিটের জন্য অডিট ফার্ম নির্ধারণ;
- তথ্যপ্রযুক্তি (সিএ) বিধিমালা ২০১০ অনুসারে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এর মূল্য নির্ধারণ;
- সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং
- ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয় এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

দেশের যুবসমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষাসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্য অর্জনে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ফলে অল্প বয়সী মেয়েরা যেন ঝুঁকিতে না পড়ে সে বিষয়ে বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয় বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর কার্যালয় এসব উদ্যোগ জনসাধারণের ডিজিটাল নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

কন্যা কথা

অংশগ্রহণকারী কিশোরী শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়েব প্লাটফর্ম তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

- যেখানে ছাত্রিদের জন্য সহজ ভাষায় অডিও ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট ও প্রশ্নোত্তর নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়।
- সাইবার অপরাধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়সমূহ প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানো হয়।
- প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- সাইবার Ambassador নিয়োগের মাধ্যমে নিজ জেলার মেয়েদের সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে সিসিএ কার্যালয়ের সংগে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।
- কন্যা কথা প্লাটফর্মটি কিশোরীদেরকে সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করা এবং তাদেরকে সাইবার বিষয়ে সুরক্ষা প্রদানের বিশেষ ভূমিকা রাখে।

কিশোরী শিক্ষার্থীদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য এটি একটি ওয়েবসাইট যেখানে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ভিডিও, সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর নিয়মিতভাবে আপলোড করা হয়।

- **" কন্যা কথা" ওয়েবসাইট**

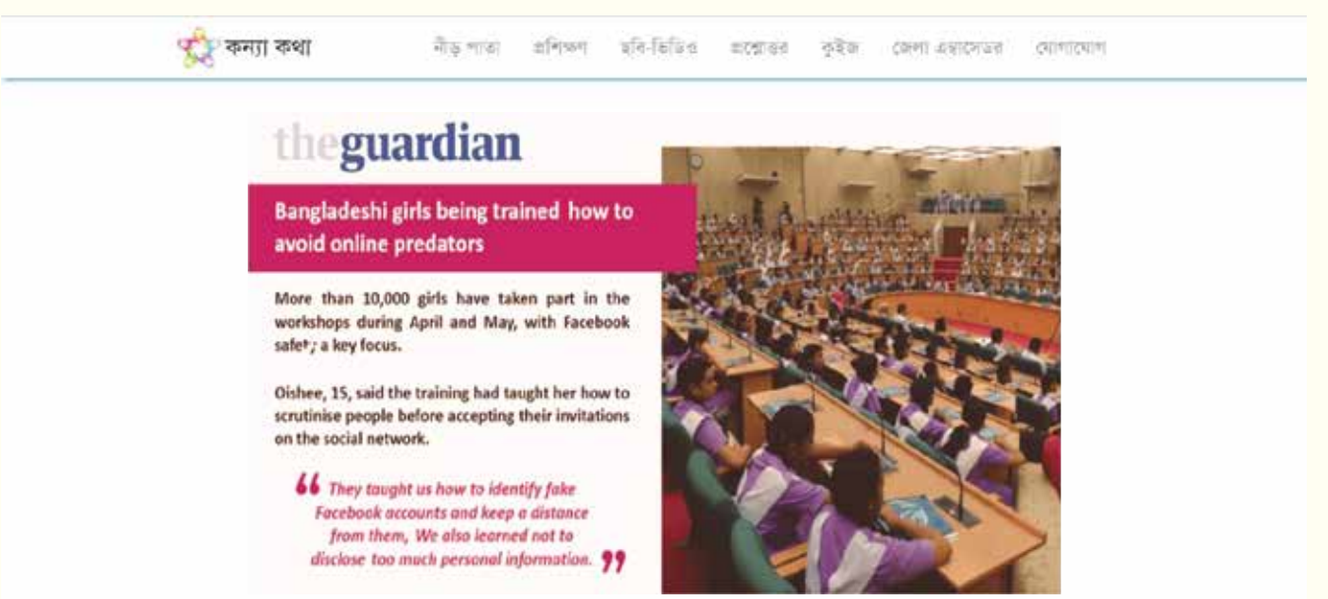

- **কন্যা কথা-উদ্ভাবনী কার্যক্রম কেন?**
  - কিশোরীদের সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা এবং সুরক্ষিত রাখা।
  - কিশোরীদের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু অধিকার রক্ষা।
  - SDG goal-5 বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।
- **এই উদ্ভাবন বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম**
  - স্কুল ছাত্রি এবং তাদের অভিভাবকদের নিরাপদ সাইবার নিরাপদ সম্পর্কে সচেতন করা।
- **পেছনের গল্প-"কন্যা কথা"**
  - সেমিনার/ওয়েবিনার আয়োজন।
  - বিভিন্ন জেলার স্কুলগামী ছাত্রিদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- **প্রশিক্ষণ পর্ব**
  - প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা প্রদান।
- **কুইজ প্রতিযোগিতা**
  - অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা ওয়েবিনার থেকে কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা মূল্যায়ন।

অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ ও আগ্রহ

- **প্রশিক্ষণের রেকর্ডিং**
  - প্রশিক্ষণের রেকর্ডকৃত অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে আপলোডের অনুরোধ।
- **যোগাযোগ**
  - সাইবার অপরাধের শিকার হলে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান।
- **প্রতিকার**
  - সাইবার অপরাধ থেকে প্রতিকার পাবার জন্য বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য গাইডলাইন।
- **ই বুক**
  - কিশোরী শিক্ষার্থীদের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ই-বুক।

কন্যা কথা-যে সুবিধা নিশ্চিত করেছে

- কিশোরী মেয়েরা সাইবার অপরাধ বিষয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে।
- সাইবার বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসাগুলো জানার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।
- কিশোরী কন্যাদের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার জগতে তৈরি হচ্ছে।
- ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও স্থানীয় প্রশাসনের মতামত/পরামর্শ জানার একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- করোনাকালীন সময়ে এই উদ্ভাবনটি সাইবার সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

“উন্নয়নশীল দেশ থেকে
উন্নত দেশে যাবে উদ্ভাবনে।”

এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন
মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

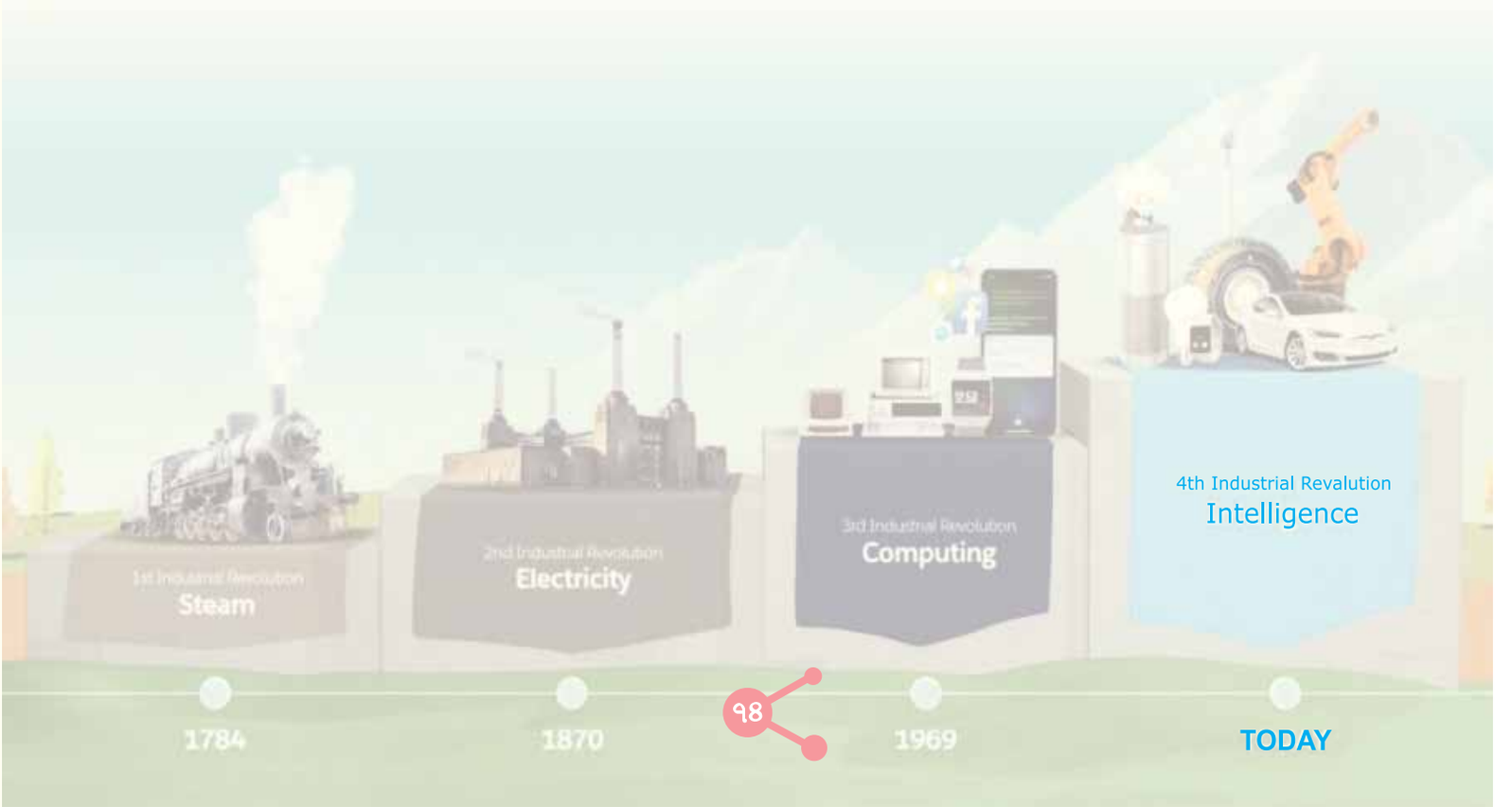

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

বামদিক থেকে: মো: দিদারুল কাদির, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, ইয়াসমিন আক্তার, সহকারী প্রোগ্রামার, রেজওয়ানা সুলতানা, সহকারী প্রোগ্রামার ড. ভেনিসা রড্রিক্স, উপসচিব, সৈয়দ সালমান বিন কাদের, সহকারী প্রোগ্রামার, মো: আলমাছ হোসেন, ওয়েবসাইট এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মো: শরীফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর পরিচিতি

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি'র সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নির্মাণসহ নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইসিটির উন্নয়নের ১২ বছরের অর্জিত সাফল্য ও আউটসোর্সিং খাতে দেশের সক্ষমতা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরা এবং জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষায় আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প কাজ করছে। এছাড়া, সারা দেশে ৪০০০ এর অধিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলায় শিশু ও তরুণদের জন্য আরো ৫০০০ ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান। এছাড়া, গ্রামীণ অনগ্রসর নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার জন্য প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প "শি পাওয়ার" প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত (ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে) আইসিটি খাতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৩১ জুলাই ২০১৩ সালে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা প্রদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানোসহ অবকাঠামোগত সকল ধরনের নিরাপত্তা বিধান এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গঠন করা হয়। দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ, তরুণ যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধানে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারিত করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অন্যতম উদ্দেশ্য।

রূপকল্প (Vision)

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- সরকারি দপ্তরে ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন;
- মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি'র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট;
- তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ;
- আইসিটি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার, কানেক্টিভিটি, স্ট্যান্ডার্ড ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ;
- সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান;
- আইসিটি শিক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তাকরণ;
- আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মাঠ পর্যায়ে বিশেষতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মাঠ পর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরে ওয়েবপোর্টাল ও নেটওয়ার্ক সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ইতোমধ্যে স্থাপিত ডিজিটাল কেন্দ্রসমূহে যথাযথ তথ্য সরবরাহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিজ কর্মস্থলের কার্যক্রমে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে কাজের প্রক্রিয়াকে সহজতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে কর্মস্থলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দক্ষতার সাথে স্বল্প সময়ে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠছেন। এছাড়া, অধিদপ্তরের বিশাল কর্মীবাহিনী মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছেন। নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া তাদের কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর উদ্ভাবনী কার্যক্রম নিম্নরূপ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ল্যাব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবসমূহের তথ্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন থেকে প্রাপ্তির ব্যবস্থা নেই। যার ফলে দেশের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব নেই তা জানার কোনো নির্দিষ্ট সিস্টেম বা প্ল্যাটফর্ম নেই। ফলশ্রুতিতে অনেক সময় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ল্যাব প্রদানকারী সংস্থা ভুলক্রমে একাধিক ল্যাব বরাদ্দ দিয়ে থাকে আবার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বে সে প্রতিষ্ঠানে কোনো কম্পিউটার ল্যাব আছে কিনা তা জানা বা এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা অত্যাবশ্যক। অপরদিকে কম্পিউটার ল্যাবের জন্য নির্দিষ্ট ফরমেটে অনলাইনে আবেদন করার প্ল্যাটফর্ম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর উক্ত সমস্যা বা চাহিদাসমূহ 'অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা' এই উদ্ভাবন (ইনোভেশন) টি এই সমাধান করে।

বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনলাইন ও অফলাইন উভয় প্ল্যাটফর্মে মোট ১০ টি সেকশনে বার্ষিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ করে থাকে। উক্ত জরিপের সেকশন ৭ ও ৮ এ যথাক্রমে আইসিটি শিক্ষা ও লাইব্রেরি সংক্রান্ত তথ্য এবং যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ও অন্যানো সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য নেয়া হয়। 'কম্পিউটার ল্যাব বরাদ্দ ব্যবস্থাপনা' সফটওয়্যারটি API ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত তথ্যসমূহ হালনাগাদ করে থাকে। ফলে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলে খুব সহজেই জানা যাবে কোন প্রতিষ্ঠানে কি কি ল্যাব আছে বা কোন প্রতিষ্ঠানে ল্যাব নেই। আবার এই অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে নির্দিষ্ট ফরমেটে ল্যাবের জন্যে আবেদনও করা যায়। ফলে সময়, খরচ ও পরিদর্শন সব দিকে দিয়েই ল্যাব বরাদ্দ কার্যক্রম সহজ হয়েছে।

স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার

বর্তমান সময়ে দেশে তো বটেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইলেকট্রিক মটর দৈনন্দিন জীবনে পানির ব্যবহারের জন্যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রতিদিনই প্রতি বাসায় ইলেকট্রিক মটর অন করা হচ্ছে পানি ব্যবহারের জন্যে। অনেক সময় সময়মত মটর অফ করতে ভুলে যাওয়ার কারণে ইলেক্ট্রিসিটি এবং পানির অপচয় হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে প্রতিদিনই দেশের প্রচুর ইলেক্ট্রিসিটি ও পানির অপচয় হচ্ছে। 'স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার' এই সমস্যা সমাধান করবে যেন পানি ভর্তি হবার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াটার পাম্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী স্বয়ংক্রিয় ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার

অনলাইন এক্সাম সিস্টেম

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন। বিরাট এক পরিবর্তন ও ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে চলছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয়। তারই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি/আধা সরকারি বিভিন্ন সেক্টর এখন ডিজিটালাইজড হয়েছে এবং এর সুফল জনগণ ভোগ করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের অধিদপ্তর কর্তৃক শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ প্রায় সবক্ষেত্রে ডিজিটালাইজড হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত কোনো অনলাইন সিস্টেম না থাকায় এখন পর্যন্ত অনলাইন এ পরীক্ষা নেয়ার পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি বিদ্যমান নেই। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে পড়ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক। আর এই অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা 'অনলাইন এক্সাম সিস্টেম' উদ্ভাবন (ইনোভেশন) এর মাধ্যমে পূরণ হবে।

অনলাইন এক্সাম সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সকল ধরণের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মটিতে শিক্ষকগণ নিবন্ধন করবেন অথবা জেলা/উপজেলা এডমিন কর্তৃক শিক্ষক নিবন্ধন করানো যায়। শিক্ষকগণ প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করে কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্ন দিয়ে বিভিন্ন সেটিংস এনাবল করে পরীক্ষা প্রস্তুতপূর্বক পরীক্ষা নিতে পারবেন। শিক্ষকগণ পরীক্ষার লিঙ্ক/কোড শিক্ষার্থীদের প্রদান করবেন। পরীক্ষা প্রস্তুত করার সময় বিভিন্ন সেটিংস এনাবল করতে পারবেন যেমন শিক্ষার্থীদের ভিডিও চালু করা আবশ্যক কিনা কিংবা পরীক্ষাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য কার্যক্রম মনিটর করা ইত্যাদি। 'অনলাইন এক্সাম সিস্টেম' প্ল্যাটফর্মটি সেটিংস এনাবল করে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারবে এবং ফলাফল প্রদান করতে পারবে।

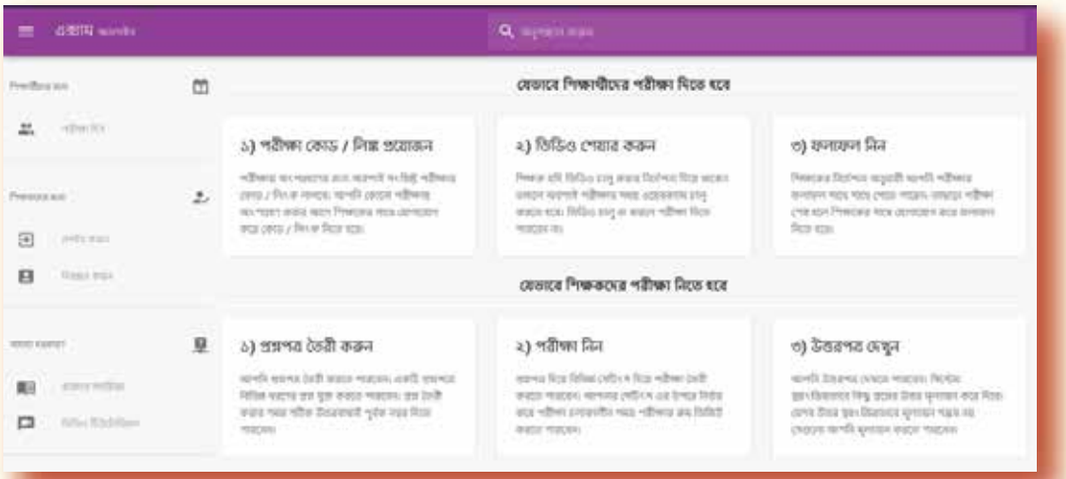

নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট

কেয়ার বাংলাদেশ এনজিও সংস্থা ৩০ জন দক্ষকর্মীর সহায়তায় দুর্গাপুর, নেত্রকোণা তাদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন। তারা সেবাগ্রহিতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মায়েদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি সেবা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। যার চিকিৎসা বাবদ ব্যয় সেবাগ্রহিতা নিজেই বহন করেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসার খরচ তুলনামূলক বেশি। ফলে এ খরচ দুস্থ দরিদ্র জনগণ নিজে থেকে বহন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এই দুস্থ দরিদ্র জনগণকে সহায়তা করার জন্য উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে "নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট" তৈরি করা হয়। যেখানে এলাকার স্বচ্ছল জনগণ সেই একাউন্টে স্বেচ্ছায় টাকা দান করে যাচ্ছেন। এর সুফল পাবেন হতদরিদ্র গর্ভবতী মা।

বর্তমানে দুর্গাপুর উপজেলায় সদর ইউনিয়নে ৪০০০ টাকা এবং কাকৈরগড়া ইউনিয়নে ১২০০০ টাকা "নিরাপদ মাতৃত্ব একাউন্ট" এ জমা রয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য প্রযুক্তির সহায়তা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে "নিরাপদ মাতৃত্ব" মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করা হলে বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহারের ফলে টাকা কালেকশন যেমন আরো সহজতর হবে তেমনি কেয়ার বাংলাদেশ এনজিও সংস্থাটি সেবা গ্রহিতাদের বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের মনিটরিং আরো জোরালোভাবে করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

“তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করব, একইসাথে তা ব্যবহারের ঝুঁকির বিষয়ে সতর্ক থাকব।”

মোঃ খায়রুল আমীন
মহাপরিচালক

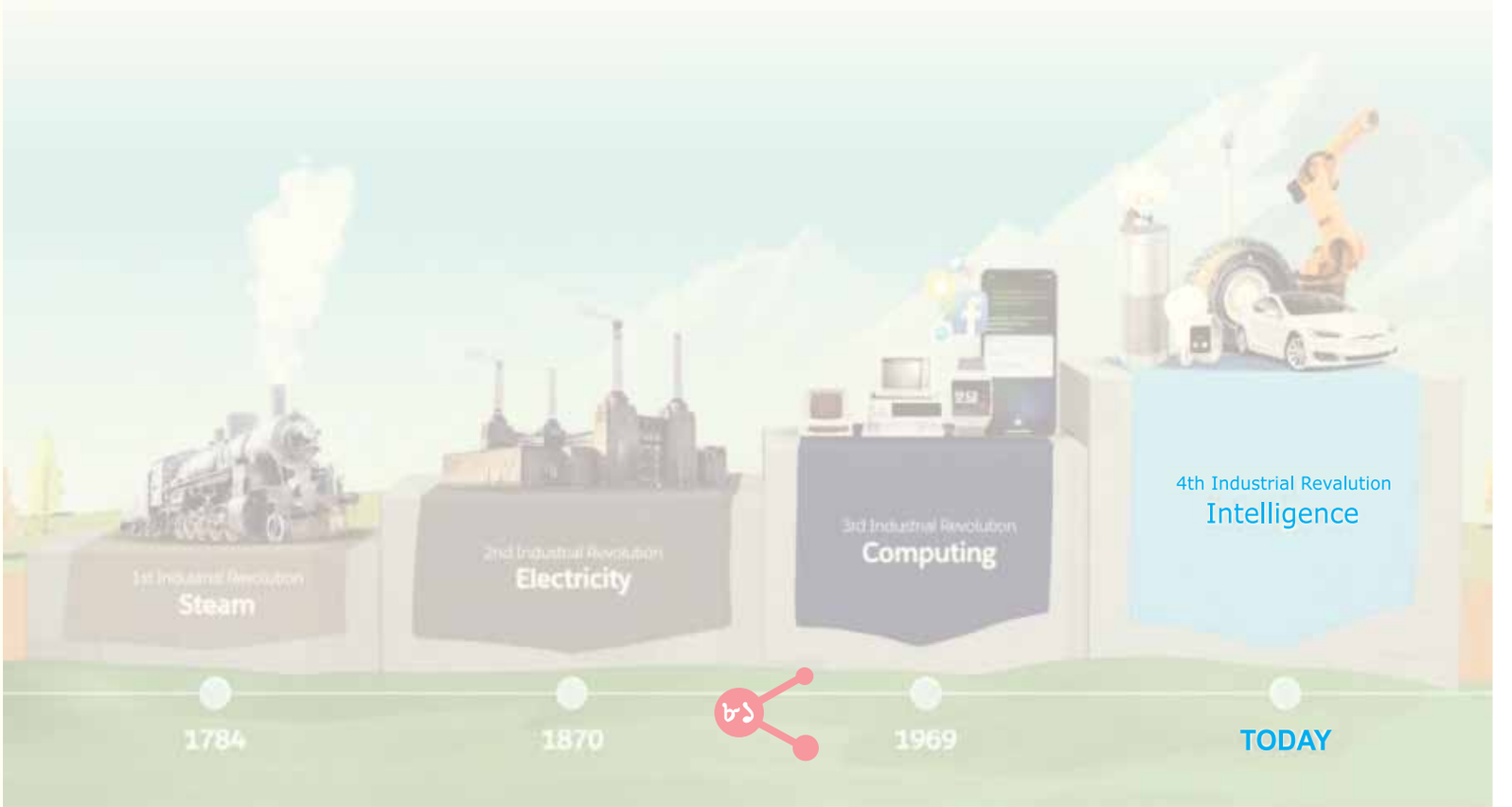

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির ইনোভেশন টিম

বামদিক থেকে: মোছা. ফারজানা খান তমা, সহকারী পরিচালক, যুথিকা মজুমদার, সহকারী পরিচালক, উত্তরা শতদ্রু প্রাচী,সহকারী পরিচালক
মো: আব্দুস সাত্তার সরকার, যুগ্ম পরিচালক, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক, মো: নাইম খান, সহকারী পরিচালক
মো: সোহেল রানা, সহকারী পরিচালক

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এর পরিচিতি

বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় নিরাপত্তা, ডিজিটাল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস প্রতিষ্ঠা করার মিশনকে সামনে রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ প্রণীত হয়। উক্ত আইন এর ধারা ৫ অনুযায়ী "ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি" গঠিত হয়েছে। পরিবর্তনশীল আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে আগ্রহী বাংলাদেশ সরকার এবং উচ্চ নীতি-নির্ধারকগণ ডিজিটাল নিরাপত্তার গুরুত্বকে অনুধাবন করেই "ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি" গঠন করেন। একটি নিরাপদ ডিজিটাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করাই ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র উদ্দেশ্য।

এজেন্সি'কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এজেন্সিটি নবসৃষ্ট হওয়ায় এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের বিষয়টি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কালিয়াকৈর এ এজেন্সি'র কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি হতে ন্যাশনাল ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ন্যাশনাল সার্ট, সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ট্রেনিং এবং সিমুলেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার, ডিজিটাল সিকিউরিটি রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন সেন্টার, ডিজিটাল সিকিউরিটি মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইটি অডিট কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন সাইবার হামলা মোকাবিলায় জাতীয় নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য উৎসসমূহ মনিটরিং করে থাকে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এ সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি নাগরিকদের সাইবার নিরাপত্তায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে চলেছে।

রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ সাইবার স্পেস।

অভিলক্ষ্য (Mission)

জাতীয় নিরাপত্তা, ডিজিটাল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং ডিজিটাল জীবনযাত্রাকে সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ সাইবার স্পেস প্রতিষ্ঠা করা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- জাতীয় নিরাপত্তা, বহিঃসম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা বা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সেবার ক্ষেত্রে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার হুমকি পরিলক্ষিত হলে প্রতিকারের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং এর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত সেবা প্রদানকারীগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা ও উৎসাহ প্রদান;
- এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুসারে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দেশে ডিজিটাল ডিভাইস এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয়;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হুমকির উৎস পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কীকরণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদান সংক্রান্ত শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের বিষয়ে এ শিল্পের সাথে সম্পৃক্তদের পেশাগত ও দক্ষতার মান উন্নয়ন;
- বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব হতে ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহক্রমে এর প্রভাব সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজনসহ জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ডিজিটাল নিরাপত্তার দুর্বলতা, ডিজিটাল নিরাপত্তা লঙ্ঘন ও ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এর উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন একটি নতুন সংস্থা। সংস্থাটি গত ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর পদযাত্রা শুরু করে। সীমিত জনবল থাকা সত্ত্বেও এ বিভাগের অন্যান্য দপ্তর সংস্থার ন্যায় সফলভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি ২০২০-২১ অর্থবছরে ০৩ টি (তিন) উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী (Innovation) উদ্যোগ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এনআইএসএমএস)

রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো সকল নাগরিক এর আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে আমাদের শুদ্ধাচার চর্চা করা আবশ্যক। শুদ্ধাচার মূলত নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষতায় প্রভাবিত হয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মকৌশল বাস্তবায়নকল্পে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-সংস্থা, পরিদপ্তর ও মাঠপ্রশাসন একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি দপ্তরকে তাদের কর্মকর্তাদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রদান করতে হয়। বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এনআইএস কার্যক্রম যথা মনিটরিং এবং রিপোর্টিং করা খুবই কষ্টসাধ্য। সেজন্য একটি সহজ মাধ্যম প্রয়োজন যে মাধ্যম দ্বারা খুব সহজেই এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। আমরা জানি একটি ভাল মানের ইনোভেটিভ আইডিয়া দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠান খুব সহজেই সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

এ বাস্তবতায় ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র শুদ্ধাচার কর্মকৌশল যথাযথ মনিটরিং এবং যাচাই বাছাই করার লক্ষ্যে এনআইএসএমএস তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে এর একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয়েছে। বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নিজস্ব প্রোফাইল এডমিন তৈরি করতে পারেন। এই সিস্টেমে এডমিন প্যানেল থেকে এনআইএস এর কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাকে তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এডমিন তার ডেস্ক থেকে শুদ্ধাচার ড্যাশবোর্ড এর মাধ্যমে সকল কার্যক্রম মনিটরিং করতে পারবেন। বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্টভাবে তার কার্যক্রমের প্রমাণকসহ হালনাগাদ তথ্য আপলোড করবেন। কোয়ার্টারভিত্তিক আপলোডকৃত তথ্যাদি যাচাই বাছাই করে সংশ্লিষ্ট এডমিন মূল্যায়ন করতে পারবেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এনআইএসএমএস) এর কার্যক্রমসমূহ:

১। শুদ্ধাচার ড্যাশবোর্ড এর মাধ্যমে মোট কার্যক্রম, কোয়ার্টার ভিত্তিতে সম্পন্ন ও অসম্পন্ন কার্যক্রমের তালিকা দেখা যাবে। প্রয়োজনে অসম্পন্ন কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এসএমএস/মেইলের মাধ্যমে এলার্ট জারি বার্তা প্রেরণ করা যাবে।

২। প্রতিবেদন এর মাধ্যমে প্রতিবছরের এনআইএস ইনপুট দেয়া যাবে। এছাড়াও প্রয়োজনে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যাবে।

৩। কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মকর্তাদের প্রোফাইল তৈরি করা যাবে।

৪। দায়িত্ব বন্টন এর মাধ্যমে দায়িত্ব যুক্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে।

৫। মূল্যায়ন বাটনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

৬। আইন/নীতি/বিধিমালা বাটনের দ্বারা এনআইএস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন/নীতি/বিধিমালা দেখা যাবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সর্বোপরি এই ইনোভেশন ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি'র কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

ইনোভেশন ওয়েবসাইটের ওয়ার্ক ফ্লো:

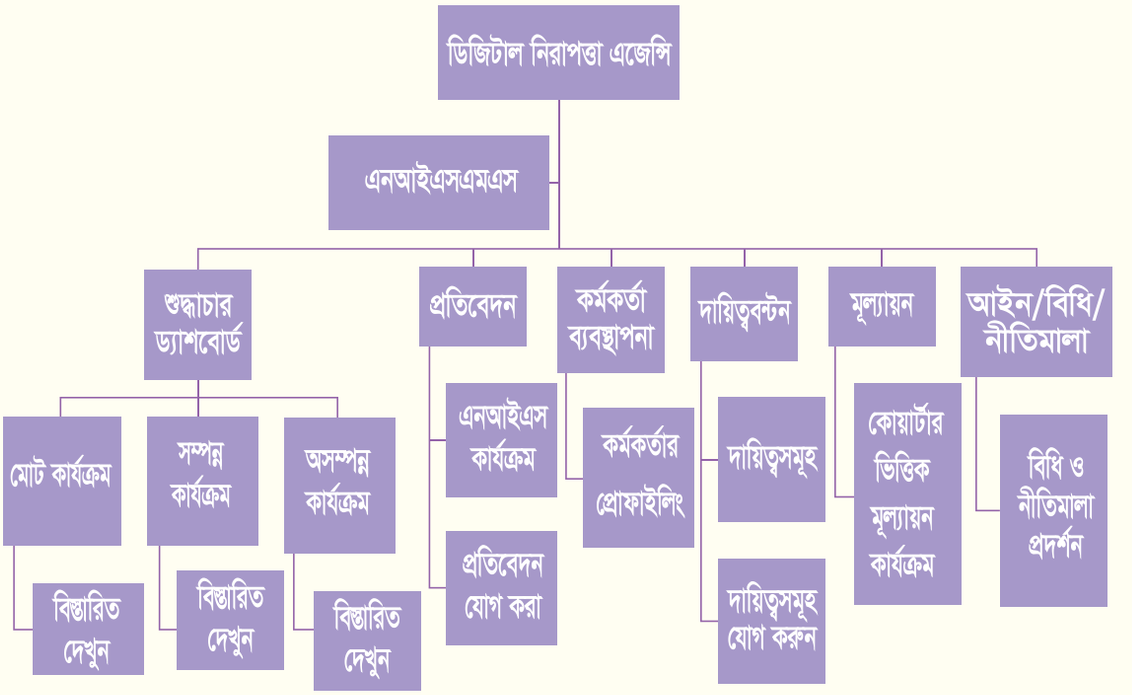

এনআইএসএমএস এর ওয়েবসাইট অ্যাপ্লিকেশন এর ট্রি-লাইক ধারণা

একনজরে এনআইএসএমএস এর গ্রাফিক্যাল ধারণাঃ-

এনআইএসএমএস

কর্মকর্তার কার্যক্রম

সেবা সহজিকরণ ফ্লোচার্ট:

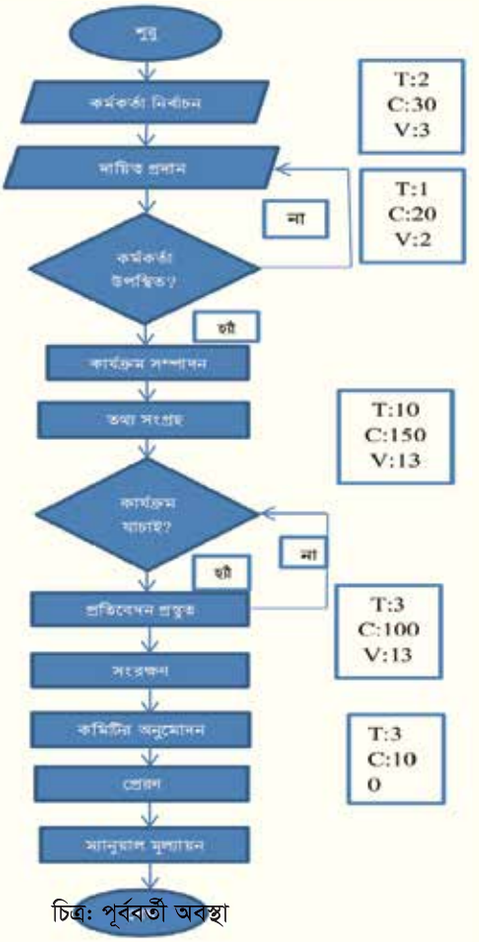

চিত্র: পূর্ববর্তী অবস্থা

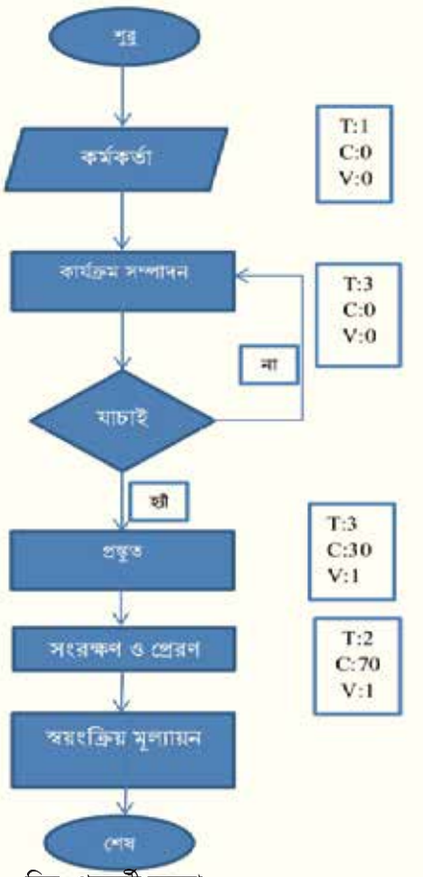

চিত্র: পরবর্তী অবস্থা

সহজিকৃত সেবাটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

পূর্বের অবস্থা

- সময় (T)= ১৯ দিন
- খরচ (C) = ৩১০ টাকা
- পরিদর্শন (V) = ৩১ বার

পরের অবস্থা

- সময় (T)= ০৯ দিন
- খরচ (C) = ১০০ টাকা
- পরিদর্শন (V) = ১ বার

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচিতি

২০১৫ সাল থেকেই তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের নানা উদ্যোগ বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে অবদান রেখে আসছে যা বর্তমানে ২০০০ এরও বেশি স্টার্টআপ বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সহযোগিতা করছে। সমীক্ষাতে জানা যায় যে, প্রতি বছর ২০০টি নতুন স্টার্টআপ বাংলাদেশের বাজারে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ২০২০ সালের মার্চে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড যাত্রা শুরু করলে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে যোগ করে এক নতুন মাইলফলক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম এবং একমাত্র ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড, যা ৫০০ কোটি টাকার সরকারি অর্থায়নের মাধ্যমে এর অনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে মার্চ ২০২০ এ। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা, জনাব সজীব ওয়াজেদ, এর অবিচল দিকনির্দেশনায়, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড জাতিকে দ্রুত উদ্ভাবন, নতুন কর্মসংস্থান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগে বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং বাংলাদেশে একটি টেকসই স্টাটআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে সহায়তা করে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি এর চৌকস নেতৃত্বে কাজ করে চলেছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড।

বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিনিয়োগ সহায়তা বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ যেমন উৎসাহিত করছে, তেমনি বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি জরিপে উঠে এসেছে যে, বাংলাদেশে ১৫ লক্ষের বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে স্টার্টআপদের মাধ্যমে। স্টার্টআপ মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে সিড স্টেজে সর্বোচ্চ এক কোটি এবং গ্রোথ গাইডেড স্টার্টআপ রাউন্ডে সর্বোচ্চ পাঁচ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে থাকে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড। ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম শত বার্ষিকী ও স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড উদ্বোধন করে "শতবর্ষের শত আশা" যার মাধ্যমে ৫০ টি স্টার্টআপকে টাকা বিনিয়োগ করা হবে সর্বমোট ১০০ কোটি টাকা। এরই বাস্তবায়নে ৩১মার্চ, ২০২১ তারিখে প্রথম সিরিজের সাতটি স্টার্টআপের মাঝে বিনিয়োগ ঘোষণা ও চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়।

বিনিয়োগ গ্রহণকারী প্রথম সাতটি স্টার্টআপ হলো-পাঠাও লিমিটেড, সেবা এক্সওয়াইজেড, চালডাল ডটকম, ইনটেলিজেন্স মেশিন, ঢাকা কাস্ট, এডু হাইভ এবং মনের বন্ধু। এই সকল স্টার্টআপরা নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি অবদান রেখে চলেছে দেশের যোগাযোগ, পণ্য সরবারাহ, টেকনোলজি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে।

রূপকল্প (Mission)

স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের বিকাশ এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক উদ্ভাবন ও উদ্যোগের উন্নয়ন সাধন।

অভিলক্ষ্য (Vision)

প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগের মাঝে বিনিয়োগ সহায়তা এবং পরিচালনামূলক দিক নির্দেশনা প্রদান।
বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কার্যকরভাবে সকল সহায়তা প্রদান।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- স্টার্টআপ মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে সিড, আর্লি এবং গ্রোথ স্টেজের স্টার্টআপে বিনিয়োগ করা।
- স্টার্টআপদের মেন্টরিং, কো-ওয়ার্কিং স্পেস, আইনি সহায়তাসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান।
- বিদেশী বিনিয়োগ সংস্থা, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, দাতাসংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যৌথভাবে কাজ করা এবং বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করা।
- নতুন ও উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের জন্য দেশি ও বিদেশি স্টার্টআপ প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে স্টার্টআপ বুটক্যাম্প, অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা প্রদান করা।
- দেশের তরুণদের মধ্যে উদ্যোগী ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

পরিচালনা পর্ষদ

জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ

জনাব মোঃ মইনুল কবির
সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ

জনাব পার্থপ্রতিম দেব
নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ

জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন
অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ

জনাব মোঃ সাইদুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ

জনাব টিনা এফ. জাবীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড
সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ

যোগাযোগ
জনাব টিনা এফ. জাবীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও
স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট অফিসঃ কনকর্ড সিল্ভি হাইট্স (৯ম তলা), ৭৩এ গুলশান অ্যাভেনিউ, গুলশান-১, ঢাকা।
রেজিস্টার্ড অফিসঃ আইসিটি টাওয়ার (২য় তলা), প্লট- ই ১৪/এক্স, আগারগাঁও, ঢাকা।
ইমেইলঃ info@startupbangladeshvc.gov.bd
ওয়েবসাইটঃ www.startupbangladesh.vc
ফেইসবুকঃ www.facebook.com/startupbdltdvc

ফোর টিয়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার

ফোর টিয়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার এর পরিচিতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার "রূপকল্প-২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের তথ্য উপাত্ত নিরাপদে সংরক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন গুণগত মানসম্পন্ন ই-সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা দেশে একটি ফোর টিয়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর -এ ০৭.০০ একর জমির উপর ক্লাউড কম্পিউটিং ও জি-ক্লাউড প্রযুক্তিতে Uptime Institute কর্তৃক Certified Tier IV ডাটা সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এটি বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার যার ডাউন টাইম শূন্যের কোঠায় এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক Uptime Institute থেকে Tier Certification of Operational Sustainability সার্টিফিকেশন অর্জনের মাধ্যমে টিয়ার ফোর (Tier-IV) গোল্ড ফল্ট টলারেন্ট ডাটা সেন্টার হিসেবে ডাটা সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে মর্মে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, Uptime Institute কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত বাংলাদেশের একমাত্র ফোর টিয়ার জাতীয় ডাটা সেন্টারটি গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক Data Center Dynamics সংস্থা কর্তৃক "Data Center Construction Team of the Year" ক্যাটাগরিতে এশিয়া প্যাসিফিক "DCD-APAC Award 2019" অর্জন করেছে।

৯৯.৯৯৫% আপটাইম বিশিষ্ট এই ডাটা সেন্টার হতে 24×7 সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানের সর্বাধুনিক এই ডাটা সেন্টারটি গত ২৮.১১.২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। ডাটা সেন্টারটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে "বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL)" শীর্ষক কোম্পানি গঠনের প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে "বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL)" শীর্ষক কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। "নিরাপদ তথ্য সেবার প্রত্যয়" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বর্তমানে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ডাটা সেন্টারের নিম্নোক্ত কারিগরি সক্ষমতা রয়েছেঃ

- প্রায় ২০০০ বর্গমিটার আয়তনের ৪ টি কেজ হল
- সর্বমোট ৬০৪ টি র‍্যাক স্পেস
- ১৫২ টি র্যা ক সমৃদ্ব মডুলার ডাটা সেন্টার
- ২ পেটাবাইট ক্লাউড স্টোরেজ
- ২০০০ টি ক্লাউড ডেস্কটপ টার্মিনাল
- ৭৪৪ টি ফিজিক্যাল সার্ভার
- বহুস্তর বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
- ৬ টি ২০০০ ক্ষমতার ট্রান্সফর্মার
- ২টি ২৫০০ ক্ষমতার ট্রান্সফর্মার
- ৩৩/১১ এর ১০.৫ ক্ষমতাসম্পন্ন ২ টি সাবস্টেশন

রূপকল্প (Mission)ঃ

সর্বোৎকৃষ্ট সেবা প্রদানে নিরাপদ ডিজিটাল তথ্য ভান্ডারের বিকাশ।

অভিলক্ষ্য (Vision)ঃ

- IV Tier মানের ডাটা সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ।
- ডাটা সেন্টারের আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন অর্জন ও ধারণ করা।
- আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন অনুযায়ী সকল মানদন্ড বজায় রাখা।
- আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ই-সেবা প্রদান।
- BDCCL কোম্পানির MoA এবং AoA এর উদ্দেশ্য পূরণ করা।

বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDCCL) এর প্রধান প্রধান কার্যাবলিঃ

- কো-লোকেশন গ্রাহকদের জন্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ প্রদান

উদ্ভাবনী (Innovation) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী আইডিয়া

সেবার নাম: অবমুক্তিকালীন আপত্তি/অনাপত্তি সনদ প্রদান

যখন কোন কর্মকর্তা কোন অফিস থেকে অবমুক্ত হন তখন তাকে আপত্তি/অনাপত্তি সনদ দেয়া হয় না। সেই জন্য যখন কোন কর্মকর্তা পিআরএল/এলপিআর এ যান তখন সর্বশেষ আনুমানিক ৪/৫টি অফিস থেকে আপত্তি/অনাপত্তি সনদ সংগ্রহ করতে হয়। এর জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে পূর্বের ৪/৫ টি অফিসে আপত্তি/অনাপত্তি সনদের জন্য আবেদন করতে হয় এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় অবমুক্ত কর্মকর্তাকে প্রত্যেক অফিসে ন্যূনতম ৩-৪ বার ভিজিট করতে হয় এবং আনুমানিক ৯০০-১০০০/- টাকার মত ব্যয় করতে হয়। এর সাথে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম হয়ে থাকে। উক্ত কার্যক্রমটি সহজিকরণ এবং পরবর্তীতে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের অবসরকালীন সময়কে জটিলতামুক্ত করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রক্রিয়া	প্রস্তাবিত প্রক্রিয়া
আবেদনপত্র দাখিল	বদলির আদেশ প্রাপ্তির পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নথিতে উপস্থাপন
আবেদন পত্র গ্রহণ	সংশ্লিষ্ট শাখা/দপ্তর/বিভাগ হতে তথ্য সংগ্রহ
নথিতে উপস্থাপন	নথিতে প্রস্তাব উপস্থাপন
সংশ্লিষ্ট সকল শাখা থেকে তথ্য সংগ্রহ	
যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন	প্রস্তাব অনুমোদন
অনাপত্তি সনদ প্রদান	আপত্তি/অনাপত্তি সনদ প্রদান

সেবার নাম: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের এসডিজি প্রতিবেদন সহজিকরণ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং "টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা" হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-কে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। SDGs-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমটি একটি একক ডোমেইন এর মাধ্যমে এসডিজি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হলে এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিত এসডিজি প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা:

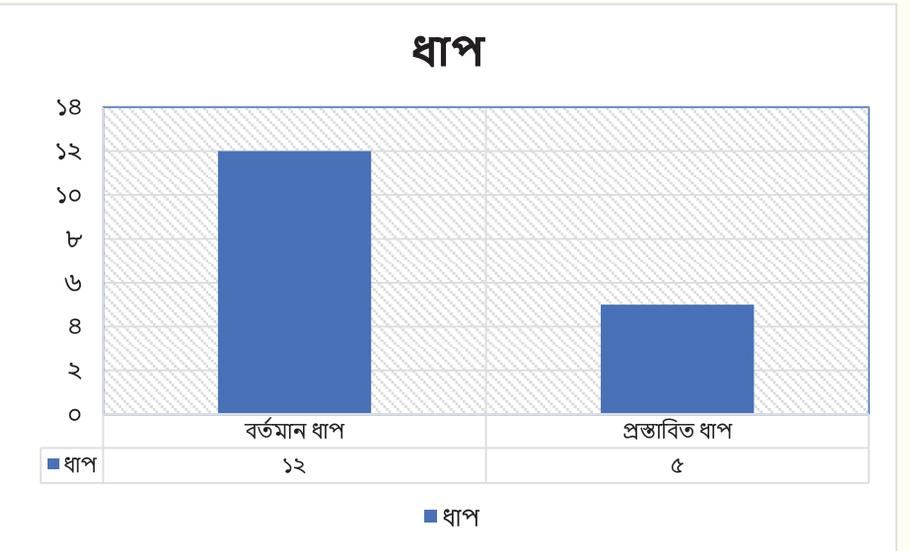

সেবার নাম: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার

বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ল্যাব ব্যবহারের আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন দেয়া হয়। কোনো ধরনের অনলাইন সিস্টেম না থাকার কারণে ম্যানুয়ালি ল্যাব ব্যবহারের সার্বিক তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। যার ফলে ডুপ্লিকেট আবেদন এবং পূর্বে থেকে কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহারের প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা বেশ কঠিন ও সময় সাপেক্ষ হয়ে থাকে। এছাড়া, ল্যাব ব্যবহারের আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে ল্যাব ব্যবহারের সার্ভিস চার্জ ম্যানুয়ালি প্রদান করতে হয়। এ সব সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহার" নামক উদ্ভাবনী ধারণাটি গ্রহণ করা হয়।

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ ও প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ:

বর্তমান		প্রস্তাবিত	
কার্যক্রম	সময় (দিন)	কার্যক্রম	সময় (দিন)
কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহারের জন্য আবেদন	১ দিন	ওয়েবসাইট থেকে ল্যাব ব্যবহারের তারিখ / সময় যাচাই	১ দিন
ল্যাব চার্জ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ	১ দিন	পেমেন্ট এবং আবেদন সম্পন্ন	১/২ দিন
ল্যাব ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ল্যাব চার্জ প্রদান	১ দিন	ল্যাব ব্যবহারের এর আবেদন অনুমোদন	১/২ দিন
ল্যাবের ব্যবহারের আবেদন গ্রহণ ও প্রসেসিং	৩-৪ দিন	ল্যাব ব্যবহার	১ দিন
আবেদন পত্রের সত্যতা যাচাই	২-৩ দিন		

সেবার নাম: ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (IIS)

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব এবং ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করছে। এ সকল পার্কে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষের সেবা ছাড়াও বাইরের দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের অনেক তথ্য জানার প্রয়োজন হয়। ইনভেস্টমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (IIS) মাধ্যমে ম্যাসেঞ্জার ব্যবহার করে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে পারবে।

বিদ্যমান প্রসেস	প্রস্তাবিত প্রসেস
আইসিটি টাওয়ারে প্রবেশের জন্য এন্ট্রি পাশ ইস্যু	অনলাইন/চ্যাটবটের মাধ্যমে সেবাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া
সরেজমিনে বিনিয়োগকারীদের হাই-টেক পার্কে আগমন	সেবার তথ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা
ওএসএস ফোকাল পয়েন্টের সাথে যোগাযোগ	সেবা গ্রহণের আবেদন
সেবাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া	
সেবার তথ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীনতা	
সেবা গ্রহণের আবেদন	

উদ্ভাবন (Innovation) ফটো গ্যালারী

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ রোবট মানবী সোফিয়ার
সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য

'ফুড ফর ন্যাশন' প্ল্যাটফর্ম এর সাথে সংযুক্ত স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান
ডিজিটাল আড়ৎদার এর ক্রয়-বিক্রয়ের মুহূর্ত

সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

হ্যাকাথনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ

উদ্ভাবকের দেশে

ওয়ালটন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ

ওয়ালটন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ

ওয়ালটন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ

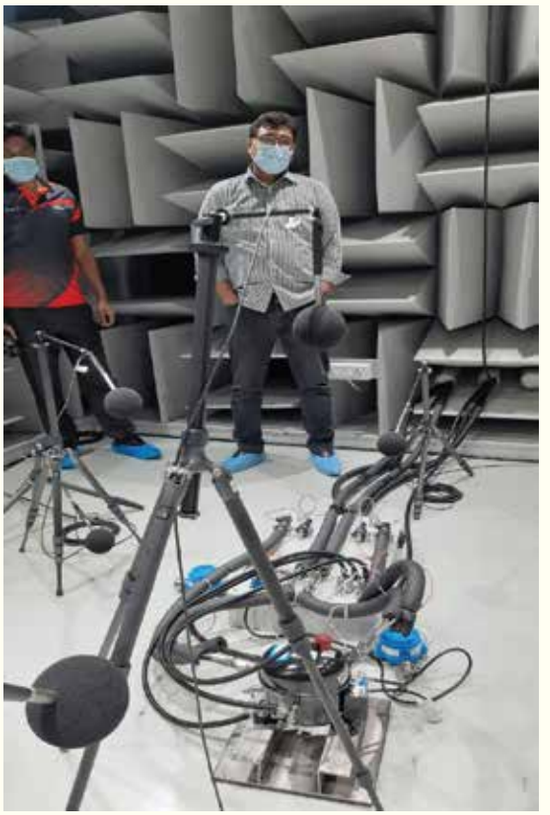

"Innovation
is progress in the face of
tradition"
Upcoming...
Walton Inverter Compressor
Most Economic, Efficient & Reliable

উদ্ভাবন (Innovation)-এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অর্জনসমূহ

সম্মাননা ও স্বীকৃতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর দেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘোষণা করেন রূপকল্প-২০২১। তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল শ্রেণিপেশার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এটি ছিল একটি পরিপূর্ণ সনদ। দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুফল ভোগ করছেন। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাধান। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। জাতীয় উন্নয়নে ডিজিটাল বাংলাদেশ মডেল সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত এবং প্রশংসিত। সেই সুবাদে গত ১২ বছরে অসংখ্য পুরস্কার, সম্মাননা এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। পুরস্কার, সম্মাননা এবং স্বীকৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরা হলো:

২০২০

- হংকংয়ে আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২০ এর প্রথম আয়োজনে মোট ৬ টি পুরস্কারের মধ্যে বাংলাদেশের তরুণরা ২ টি পুরস্কার লাভ করে। ৩ জুলাই ২০২০ হতে হংকংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ১২টি দলের প্রত্যেকটি অ্যাওয়ার্ড অব মেরিট অর্জন করে। আগামী বছর বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড আয়োজনের দায়িত্ব দেয়া হয়।
- দেশব্যাপী ই-মিউটেশন উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতি হিসেবে 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহি সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটাগরিতে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০২০' পেয়েছে। আইসিটি ডিভিশনের কারিগরি সহযোগিতায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি সংস্কার বোর্ড এর সহায়তায় ই-মিউটেশন বা ই-নামজারি প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশের ৬টি প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল আইসিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০' পেয়েছে। এরমধ্যে আইসিটি বিভাগের এটুআই কোভিড-১৯ টেক সলিউশনস ফর সিটিজ অ্যান্ড লোকালিটিজ এবং ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে। বাংলাদেশ ৪টি বিভাগে রানারআপ ও ২টি বিভাগে মেরিট পুরস্কার পেয়েছে।(উল্লেখ্য iDEA প্রকল্প ২০১৯ সালে অ্যাসোসিও পুরস্কার লাভ করে)।

- ই-এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরিতে সম্মানজনক 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার-২০২০' অর্জন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীন BGD e-GOV CIRT এর ই-রিক্রুটমেন্ট প্ল্যাটফর্ম (erecruitment.bcc.gov.bd)

২০১৯

- সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের 'ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম শীর্ষক প্ল্যাটফরম Open Group Kochi Awards ২০১৯ প্রদান করা হয়।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন এবং হাই-টেক পার্ক অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ তথ্যপ্রযুক্তির অলিম্পিক খ্যাত WITSA-২০১৯ লাভ করে।
- শিক্ষক বাতায়ন এবং মোবাইল বেইজড "এইজ ভেরিফিকেশন বিফোর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন টু স্টপ চাইল্ড ম্যারেজ প্রজেক্ট" ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার অর্জন করে।
- পিএনপিকে, রেম্প পাম্প, ইউজড কোকিং অয়েল, স্মার্ট হোয়াইট ক্যান-আইটেক্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সিলভার পদক অর্জন করে।
- যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংগঠন ডাটা সেন্টার ডায়নামিকস (ডিসিডি) "জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-IV)" প্রকল্পটিকে ডেটা সেন্টার কন্সট্রাকশন ক্যাটাগরিতে 'ডিসিডি এপিএসি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' পুরস্কার দেয়;
- গত ১২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-২০১৯ এ অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে স্টার্টআপ বাংলাদেশ - iDEA প্রকল্প। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ও আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ ও মেন্টরিং এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকল্পটি এই পুরস্কার অর্জন করে।

- ইনফো সরকার-০৩ প্রকল্পকে World Summit on the Information Society কর্তৃক Information and Communication Infrastructure ক্যাটাগরীতে 'WSIS ২০১৯ Champion' প্রদান করা হয়। এলআইসিটি প্রকল্পের 'BNDA I e-GIF framework'-কে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ITU থেকে 'WSIS Prizes 2019' প্রদান করা হয়;
- এলআইসিটি প্রকল্পের BNDA Gi GeoDASH platform ২০১৯ The Open Group থেকে 'Award of Distinction' অর্জন করে;

২০১৮

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করে।
- ইন্টারন্যাশনাল ইনভেশন, ইনোভেশন এ্যান্ড টেকনোলজি এক্সিবিশ্বন (আইটিইএক্স/ ITEX Award) অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ তে ইনোভেশন ক্যাটাগরিতে ৩ টি পুরস্কার লাভ বাংলাদেশ ।
- ২০১৮ সালে 'মুক্তপাঠ' ও 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' এর World Summit on the Information Society পুরস্কার লাভ দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৮ অ্যাওয়ার্ড অর্জন।
- ইনফো সরকার-০৩ প্রকল্প বাংলাদেশের ২৬০০ ইউনিয়নে গ্রামের সাধারণ মানুষের নিকট ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ 'ASOCIO Digital Government Award ২০১৮' প্রদান করা হয়;

২০১৭

- ASIA Award-২০১৭ অনুষ্ঠানে Creating Inclusive Digital Opportunities ক্যাটাগরীতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়;
- WITSA Award ২০১৭': আইসিটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'WITSA Award ২০১৭' প্রদান করা হয়;
- যুক্তরাজ্যের ব্রাইটনে অনুষ্ঠিত 'MobileGov World Summit 2017' ইভেন্টে 'Excellence in Designing the Future of e-Government' ক্যাটাগরিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ২০১৭' এর চ্যাম্পিয়ন হিসেবে নির্বাচিত হয়।
- Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে 'ICT Education Award ২০১৭' প্রদান করা হয়।
- ২০১৭ সালে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টেলিমেডিসিন প্রকল্প', 'নাগরিক সেবা উদ্ভাবনে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার' ও 'ই-নথি' ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে;
- যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড দি ওপেন গ্রুপ অ্যাওয়ার্ডস ফর ইনোভেশন এ্যান্ড এক্সিলেন্স ২০১৭ এ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও অ্যাওয়ার্ড অব ডিসটিংশন অর্জন
- কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদশে কম্পিউটার কাউন্সিল 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৭' পুরস্কার লাভ
- এছাড়া এ বছর বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি অ্যাওয়ার্ড এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি এলায়েন্স (এপিআইসিটিএ) অ্যাওয়ার্ড এবং হেনরী ভিসকার্ডি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

২০১৬

- Asian-Oceania Computing Industry Organization (ASOCIO) ২০১৬ তে Digital Government Award লাভ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।
- জাতীয় পর্যায়ে কারিগরি (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জনপ্রশাসন পদক ২০১৬ লাভ করে এটুআই;
- সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ-এসপিএস, পরিবেশ অধিদপ্তরের অনলাইন ছাড়পত্র, শিক্ষক বাতায়ন এবং কৃষকের জানালা ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে;
- ন্যাশনাল মোবাইল অ্যাপস অ্যাওয়ার্ড
- ব্রাক মন্থন ডিজিটাল ইনোভেশন

২০১৫

- ২০১৫ সালে জাতীয় তথ্য বাতায়নের জন্য ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ;

২০১৪

- ডিজিটাল পদ্ধতি চালু এবং শিক্ষার সম্প্রসারণে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ সাউথ সাউথ কোঅপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ প্রদান করা হয়।
- ডিজিটাল সেন্টারের ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার লাভ করে।

২০১৩

- ইনফরমেশন সোসাইটি ইনোভেশন ফান্ড (আইএসআইএফ এশিয়া) অ্যাওয়ার্ড এবং জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ড অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন লাভ;

২০১১

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাসে অনবদ্য ভূমিকা পালন করায় বাংলাদেশকে মর্যাদাপূর্ণ দ্য গ্লোবাল হেলথ অ্যান্ড চিলড্রেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
- ২০১১ সালে Manthan Award লাভ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার e-Education ক্যাটাগরিতে ১টি এবং National Data Centre for e-Service প্রতিষ্ঠার জন e-Infrastructure ক্যাটাগরিতে ১টি পুরস্কার লাভ করে।

২০১০

- আইসিটি'র উন্নয়ন এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবানে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদান এবং অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তির প্রধান সংগঠন এশিয়া-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অরগানাইজেশন কর্তৃক প্রবর্তিত 'ASOCIO Award-২০১০ এ ভূষিত করা হয়।
- এছাড়া ICT Sustainable Development Award, একশপ এর জন্য এপিকটা অ্যাওয়ার্ড, এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স পুরস্কার, বেসিস ন্যাশনাল আইসিটি পুরস্কার, আইটেক্স পুরস্কার, বাংলাদেশ ব্রান্ড ফোরাম এর বেস্ট প্রসেস ইনোভেশন ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো।

উদ্ভাবনের (Innovation) চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সুপারিশসমূহ

উদ্ভাবন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং সময় সাপেক্ষ। বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আজ যেটি উদ্ভাবন হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং সমাদৃত আগামীকাল সেটি হয়ত একেবারেই অচল। কাজেই উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজন সহায়ক পরিবেশ। গবেষণার পরিবেশ, প্রয়োজনীয় সময়, অর্থ, লোকবল এবং ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা ইত্যাদি উদ্ভাবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ বলেছেন, "অনুকরণ নয়, আমাদের উদ্ভাবন করতে হবে"। তাঁর এ দর্শন শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার জন্যই নয়, এটি ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

মাননীয় উপদেষ্টার সেই নির্দেশনার সূত্র ধরেই অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর অধিন সংস্থাগুলো নানামুখী উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে উদ্ভাবনী সংস্কৃতি বিশেষভাবে চোখে পড়ার মত। জনগণের দোরগড়ায় সরকারি সেবা সহজে, কম খরচে এবং ঝামেলাহীনভাবে পৌঁছে দিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সুস্থ ও ইতিবাচক প্রতিযোগিতা লক্ষ্যণীয়। শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্যই নয়, ব্যক্তিগত পর্যায়ের উদ্ভাবক ও স্টার্ট-আপগুলোর জন্য তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগ অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবনের বিকল্প নেই। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আগামী দিনগুলোতেও ইনোভেশন ইকো-সিস্টেম গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে। তাই উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও এর সুপারিশসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

উদ্ভাবনের (Innovation) চ্যালেঞ্জসমূহ

- নতুনত্বকে বরণ করে ঝুঁকি গ্রহণে অনিচ্ছা ও অহেতুক ভীতি।
- উদ্ভাবনের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় বলে কিছু কর্মকর্তা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে না। According to James Watt, only 5% people think about a change (innovation), 10% people think that they (5%) think so we don't need to think and the rest 85% people would rather die than thinking about a change or innovation.
  যে কোন আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য তহবিল প্রয়োজন। কিন্তু উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ তহবিলের অভাব। আইসিটিসহ কিছু সেক্টরে উদ্ভাবনের জন্য সম্প্রতি তহবিল গঠন করা হলেও অনেক খাতে উদ্ভাবনের জন্য তহবিল নেই। প্রতিটি খাতে উদ্ভাবন তহবিল গঠন করা জরুরি।
- উদ্ভাবন এর জন্য প্রচারের অভাব রয়েছে। দেশের তরুণ প্রজন্মকে উদ্ভাবন সম্পর্কে প্রচারের মাধ্যমে সচেতন করে তুলতে হবে এবং উদ্ভাবন মূলক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।
- আইসিটি সেক্টরে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও অনেক সেক্টরে স্টার্টআপদের উন্নয়নের জন্য (Promote) কোন কর্মসূচি নাই। তাই সংশ্লিষ্ট সেক্টরে স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তোলার বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি।

উদ্ভাবন (Innovation) এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্ভাবন বিষয়ে বিশেষ কোর্স চালু করা যেতে পারে।
- স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উদ্ভাবনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করে পুরস্কার, অনুদান অথবা বৃত্তি প্রদান করে উদ্ভাবন কাজে ছাত্র-ছাত্রিদেরকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে অনেক সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে উদ্ভাবন বিষয়ে শিক্ষকদের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে উদ্ভাবনকে ব্যাপকভাবে শিশুদের মধ্যে জাগ্রত করার পদক্ষেপ গ্রহণের তথা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণের জন্য ইন্সেন্টিভ অথবা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- কর্মক্ষেত্রের সকল পর্যায়ে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে ধাপে ধাপে বিষয়টিকে দাপ্তরিক কাজের একটি অংশ হিসেবে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- তরুণ প্রজন্মকে নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে স্বপ্নবিলাসী হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তাদেরকে সঠিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিতে হবে। যার মাধ্যমে তারা তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগকে প্রকল্প আকারে বাস্তবায়ন করতে পারে।
- আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত Innovation, Design & Entrepreneurship Academy (IDEA) প্রকল্প, Bangabandhu Innovation Grant (BIG) এবং Startup Bangladesh Limited Venture Capital Fund এর অনুরূপ অন্যান্য সেক্টরেও স্টার্টআপকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।
- সফল ও সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্ভাবন (Innovation) এর জন্য সুপারিশসমূহ

- শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী ধারণার সাথে পরিচিত করা যেতে পারে।
- ব্যক্তি, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে উদ্ভাবন চর্চায় তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- সরকার, শিল্প এবং একাডেমিয়া এ তিন স্টেকহোল্ডারকে একত্রে উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক স্ব-মূল্যায়িত হয় উক্ত স্ব-মূল্যায়নে এ বিভাগ ষষ্ঠ স্থান লাভ করায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ডিও লেটার প্রদান করা হয়।

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: cab_secy@cabinet.gov.bd

আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩৩.০০৩.১৯.১২১

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৭
০৩ জানুয়ারি ২০২১

প্রিয় সহকর্মী

আমার শুভেচ্ছা নিবেন। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দায়বদ্ধতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সাল হতে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এই উন্নয়ন রূপকল্প উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হলে সুশাসন ও জবাবদিহিতাসহ টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের উদ্ভাবন কার্যক্রম সরকারের গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গতিশীল ভূমিকা রাখে বলে আমার বিশ্বাস।

২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনার সার্বিক মূল্যায়নে (১০০ নম্বরের ভিত্তিতে) ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ৮৯ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে **ষষ্ঠ স্থান** অর্জন করেছে। এ অর্জনে আপনাকে এবং আপনার বিভাগের সকল সহকর্মীকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন উন্নয়ন অর্জনের পথকে আরো সুদৃঢ় করবে বলে আমার প্রত্যাশা।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুফল জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর প্রচেষ্টায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সবসময় আপনার পাশে থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে,

০৩/০১/২০২১
(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)

জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২০১৯-২০২০ সালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৯-২০২০ (Target /Criteria Value for 2019-2020)						বাস্তবায়ন অগ্রগতি		বার্ষিক মূল্যায়ন (স্বর্ণন)	স্কোর (Mark)
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম		চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%		৭০%	৬০%				
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		১০	১১			১২	১৩
				১.৩.১.১ বীজ খরচসহ আওতাধীন অধিক্ষেত্রে নতুন সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার												
				১.৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান												
	১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১.১ কার্যকরিত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	সংখ্যা	৫	১	১	-	১০-০৫-২০২০	১৫-৫-২০২০	৫-৫-২০২০	১০-১-২০২০	২৫-১-২০২০	১০-০১-২০২০	১
				১৪.১.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা						১০-০৫-২০২০	১৫-৫-২০২০	৫-১-২০২০	১০-১-২০২০	২৫-১-২০২০	১০-০১-২০২০	১
				১৪.১.৩ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত						৩০-১-২০২০	৫-২-২০২০	১০-২-২০২০	২৫-২-২০২০	৫-৩-২০২০	১০-০৩-২০২০	১
			৮	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত						৫-২-২০২০	১০-২-২০২০	২৫-২-২০২০	৫-৩-২০২০	১০-৩-২০২০	২৫-৩-২০২০	১
				১৪.২.২ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত						১০-২-২০২০	২৫-২-২০২০	৫-৩-২০২০	১০-৩-২০২০	২৫-৩-২০২০	৫-৪-২০২০	১
				১৪.২.৩ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত						৫-৩-২০২০	১০-৩-২০২০	২৫-৩-২০২০	৫-৪-২০২০	১০-৪-২০২০	২৫-৪-২০২০	১
				১৪.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত						১০-৩-২০২০	২৫-৩-২০২০	৫-৪-২০২০	১০-৪-২০২০	২৫-৪-২০২০	৫-৫-২০২০	১
				১৪.৩.২ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত						১০-৪-২০২০	২৫-৪-২০২০	৫-৫-২০২০	১০-৫-২০২০	২৫-৫-২০২০	৫-৬-২০২০	১
				মোট অর্জিত নম্বর ১৪.৫ ৫ বা অতি উত্তম পর্যায়ে।											মোট স্কোর	১৪.৫

১৭/০৭/২০
মোঃ শফিকুল ইসলাম
সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২০২০-২০২১ সালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target/Criteria Value for 2020-2021)					
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	প্রবৃদ্ধি অর্জনের নিম্নের	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	২০	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৫-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১৫-৮-২০২০	২৫-৮-২০২০	
			১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি	১.২.১ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন/বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ে মোতায়েনকৃত	তারিখ	৩	৩০-৭-২০২০	৫-৮-২০২০	৮-৮-২০২০	১৫-৮-২০২০	২৫-৮-২০২০	
			১.৩ বার্ষিক উদ্ধাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রেরণ	১.৩.১ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪-৮-২০২০	১৫-৮-২০২০	২৫-৮-২০২০	৫-৯-২০২০	১৫-৯-২০২০	
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ বার্ষিক উদ্ধাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রণয়ন	২.১.১ সভা আয়োজন	%	৪	১০-৮-২০২০	১৫-৮-২০২০	২০-৮-২০২০	২৫-৮-২০২০	৫-৯-২০২০	
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভা নিয়মিত আয়োজন	২.২.১ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৩	৮	৭	৬	৫	৪	
৩	উদ্ভাবন খাতে (মোট বাজেট- ৩১,৭১,০৫) বরাদ্দ	৫	৩.১ উদ্ভাবন-সংশ্লিষ্ট অনুকূল বাস্তবায়ন	৩.১.১ নিবন্ধ বাস্তবায়িত	%	২	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	
			৩.২ উদ্ভাবন-সংশ্লিষ্ট অনুকূল বাস্তবায়নে বাজেটে বরাদ্দ	৩.২.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	
৪	সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮	৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার	৪.১.১ উদ্ভাবন-সংশ্লিষ্ট অনুকূল বাস্তবায়নে অনুকূল কর্ম বার্ষিক সমাপ্তিত	%	২	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৬৫	
			৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	২	৮ গড়	৮	৭	৬	৫	
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	৮০	৮৫	৭০	৭৫	৭০	
					সংখ্যা (জন)	৩	১		৮০	৭৫	৭০	
						২	৫	৫	৩	২	১	
							৫	৫	৩	২	১	

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
	১	২	৩	৪	৫	৬	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
			আয়োজন				৭	৮	৯	১০	১১
৫	নীম বন্ধনের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহ্বান, যাচাই-বাছাই, সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহ্বান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাই-পূর্বক তালিকা তথ্য ডাটাবেজে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য ডাটাবেজে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২০-১১-২০২০
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং যাচাইকরণ	৬	৬.১ পূর্বনির্ধারিত একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং যাচাইকরণের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং যাচাইকরণের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং যাচাইকরণ মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং যাচাইকরণ মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৫-২০২১	৫-৫-২০২১	১০-৫-২০২১	১৫-৫-২০২১	১৯-৫-২০২১
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৮	৭.১ পূর্বনির্ধারিত একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শোকেসিং) আয়োজন	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনী	তারিখ	৬	২৫-০৫-২০২১	২১-৫-২০২১	১৯-৫-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১
			৭.২ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৭.২.১ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে যাচাইকরণ	৭	৮.১ পূর্বনির্ধারিত একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে যাচাইকরণ	৮.১.১ যাচাইকরণের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৭	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৫-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১
৯	নীতিমালা বা হালনাগাদ প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক ক্রেস্ট-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক ক্রেস্ট-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	২	১	-	-	-
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /লার্নিং শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/লার্নিং শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	৩	২	১	-	-
১০	তথ্য হালনাগাদকরণ	৮	১০.১ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য পূর্বশর্ত তথ্যসহ পদ্ধতিভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	উদ্দেশ্যের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন (২০১৯-২০২০)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক মান (Target/Criteria Value for 2020-2021)				প্রকৃত অর্জন নিরূপণ
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	
								২০০%	১৫০%	১২০%	১০০%	৮০%
							১	২	৩	৪	৫	৬
							৭	৮	৯	১০	১১	১২

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৫-২-২০২১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৫-৮-২০২১

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ